`www.banglabook.com

sohell.kazi@gmai.com

অবিশ্বাস্য

সৈয়দ মুজতবা আলী

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

এক

মধুগঞ্জ মহকুমা শহর বলে তাকে অবহেলা করা যায় না।

মধুগঞ্জের ব্যবসা-বাণিজ্য নগণ্য, মধুগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে কুড়ি মাইল দূরে, মধুগঞ্জে জলের কল, ইলেক্‌ট্রিক নেই, তবু মানুষ মধুগঞ্জে বদলি হবার জন্য সরকারের কাছে ধন্যে দিত। কারণ এসব অসুবিধাগুলো যে রকম এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে শাপ, অন্যদিক দিয়ে আবার ঠিক সেইগুলোই বর। মাছের সের দু আনা, দুধের সের ছ পয়সা, ঘিয়ের সের বারো আনা এবং সেই অনুপাতে আণ্ডা মুরগী সবই সস্তা। আর সবচেয়ে বড় কথা, কাচ্চাবাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য মধুগঞ্জ পুব-বাঙলা-আসামের অক্সফোর্ড বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না ; ওয়েলশ মিশনারিদের কৃপায় মধুগঞ্জে একটি হাইস্কুল আর দুটো প্রাইমারি স্কুল যে পদ্ধতিতে চলত তা দেখে বাইরের লোক মধুগঞ্জে এসে অবাক মানত। স্কুল হস্টেলে সীটের জন্য পুব-বাঙলা-আসামে একমাত্র মধুগঞ্জেই আরাই-গজী ওয়েটিং লিস্ট অফিসের দেয়ালে টাঙানো থাকত। হস্টেলের খাই-খরচা মাসে সাড়ে চার টাকা, আর সীট রেন্ট চার আনা।

মধুগঞ্জের আরেকটি সদ্‌গুণের উল্লেখ করতে লেখকমাত্রই ঈষৎ কুণ্ঠিত হবেন। লেখকমাত্রই সাহিত্যিক, কাজেই মধুগঞ্জের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁদের হৃদয়ে আকৃষ্ট করবে এ তো জানা কথা। কিন্তু সাহিত্যিকেরা এ তত্ত্বও বিলক্ষণ জানেন যে, এ সংসারে আর পাঁচজন শহরের দোষগুণ নির্ণয় করার সময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য জিনিসটাকে জমা-খরচের কোনো খাতেই ফেলার কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না। কারণ, এ তত্ত্ব তো অতিশয় সত্য যে, নিছক প্রকৃতির মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে কেউ চাকরিতে বদলি খোঁজে না, কিংবা ব্যবসা ফাঁদে না।

এ সত্য জানা সত্ত্বেও যে দু-একজন সাহিত্যিক বরযাত্রীরূপে কিংবা সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করতে এসেছেন তাঁরাই মধুগঞ্জের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গিয়েছেন। তাই দেখে খাস মধুগঞ্জীয় কাঁচা সাহিত্যিকরাও মধুগঞ্জের আর পাঁচটা সুখ-সুবিধের সঙ্গে তার প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও প্রশস্তি গেয়েছেন।

পশ্চিম বাঙলা যেখানে সত্যই সুন্দর সেখানেই দেখি তার উঁচু-নিচু খোয়াইডাঙা আর দূরদূরান্তের নীলা পাহাড়। উঁচু-নিচুর ঢেউ খেলানো মাঠের এখানে ওখানে কখনো বা দীর্ঘ তালগাছের সারি, আর কখনো একা দাঁড়িয়ে একটিমাত্র তালগাছ। এই তালগাছগুলো মানুষের মনে যে অন্তহীন দূরত্বের মায়া রচে দিতে পারে তা সমুদ্রও দিতে পারে না। সমুদ্রপাড়ে বসে মনে হয়, এই আধামাইল দূরেই বুঝি সমুদ্র থেমে গিয়েছে—আকাশে নেমে গিয়ে নিরেট দেয়ালের মত হয়ে সমুদ্রের অগ্রগতি বন্ধ করে দিয়েছে।

`www.banglabook.com

sohel.kazi@gmail.com

`www.banglabook.com

পশ্চিম বাঙলার খোয়াইডাঙা তাই তার শালতাল দিয়ে, দূর না হয়েও যে দূরত্বের মরীচিকা সৃষ্টি করে সে মায়াদিগন্ত মানুষের মনকে এক গভীর মুক্তির আনন্দে ভরে দেয়। জানি, মন স্বাধীন ; সে কল্পনার পক্ষিরাজ চড়ে এক মুহূর্তেই চন্দ্রসূর্য পেরিয়ে সৃষ্টির ওপার পানে ধাওয়া দিতে পারে, কিন্তু সে স্বপ্ন-প্রয়াণে তো আমার রক্তমাংসের শরীরকে বাদ দিয়ে চলতে হয়—আমাকে এক নিমিষে নিয়ে যায় দূর হতে দূরে যেখানকার শেষ নীল পাহাড় বলে, 'আরো আছে, আরো দূরের দূর আছে' ; সে যেন ডাক দিয়ে বলে, তুমি মুক্ত মানুষ, তুমি ওখানে বসে আছ কী করতে—চলে এসো আমার দিকে।'

এ মুক্তি—ধারণা নিছক কবি—কল্পনা নয়। বহুবার দেখা গিয়েছে সন্ধ্যার সময় পশ্চিমপানে তাকাতে তাকাতে সাঁওতাল ছেলে হঠাৎ দাওয়া ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে রওয়ানা দিল। তারপর সে আর ফিরল না। মড়া পাওয়া গেল পরের দিন খোয়াইয়ের মাঝখানে—বাড়ি হতে অনেক দূরে। বুড়ো মাঝিরা বলে, ভূত তাকে ডেকেছিল, তারপর অন্ধকারে পথ হারিয়ে কী দেখেছে, কী ভয় পেয়ে মরেছে, কে জানে?

পুব বাঙলার সৌন্দর্য দূরত্বে নয়, পুব বাঙলার 'মাঠের শেষে মাঠ, মাঠের শেষে, সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে' নয়, সেখানে মাঠের শেষেই ঘন সবুজ গ্রাম আর গ্রামখানির উপর পাহারা দিচ্ছে সবুজের উপর সাদা ডোরা কেটে কেটে সুদীর্ঘ সুপারি গাছ। আর সে সবুজ কত না আভা, কত না আভাস ধরতে জানে। কচি ধানের কাঁচা-সবুজ, কৃষ্ণচূড়া—রাধাচূড়ার কালো সবুজ। পানার সবুজ, শ্যাওলার সবুজ, হলদে—সবুজ থেকে আরম্ভ করে আম জাম কাঁঠালের ঘন সবুজ, কচি বাঁশের সবুজ, ঘনবেতের সবুজ—আর ঝরে-পড়া সবুজ পাতার রস খেয়ে খেয়ে পুব বাঙলার মা-টি হয়ে গেছে গাঢ় সবুজ—কৃষ্ণশ্যাম। তাই তাঁর মেয়ের গায়ের রঙে কেমন যেন সবুজের আমেজ লেগে আছে। সে শ্যামশ্রী দেশ-বিদেশে আর কে পেয়েছে, আর কে দেখেছে?

কিন্তু মধুগঞ্জের সৌন্দর্য এও নয়, ওও নয়। মধুগঞ্জ পুব বাঙলার মত ফ্ল্যাট নয়, আবার পশ্চিম বাঙলার মত ঢেউখেলানোও নয়। ভগবান যেন মধুগঞ্জে এক তিসরা খেলা খেলার জন্য নয়া এক ক্যানভাস নিয়ে বসে গেছেন। ক্যানভাসখানা বিরাট আর তাতে আছে মোটামুটি তিনটি বড় রঙের পোঁচ—সামনের 'কাজলধারা, নদীর কাকচক্ষু কালো জল, নদী পেরিয়ে বিস্তীর্ণ সবুজ ধানক্ষেত, সর্বশেষে এক আকাশছোঁয়া বিরাট নিরেট নীল পাথরের খাড়া পাহাড়। এখানে পশ্চিম বাঙলার মত মাঠ ঢেউ খেলতে খেলতে পাহাড়ে বিলীন হয়নি—পাহাড় এখানে দাঁড়িয়ে আছে পালিশ সবুজ মাঠের শেষে সোজা খাড়া পাঁচিলের মত। তার গায়ে কিছু কিছু খাঁজ আছে কিন্তু এ খাঁজ আঁকড়ে ধরে ধরে উপরে চড়া অসম্ভব।

মধুগঞ্জের যেখানেই যাও না কেন উত্তরদিকে তাকালে দেখতে পাবে, কালো নদী, সবুজ মাঠ আর তার পর নীল পাহাড়। আর সেই পাহাড় বেয়ে নেমে এসেছে কত শত রূপালী ঝরনা। দূর থেকে মনে হয়, নীল ধাতুর উপর রূপোর বিদ্‌রী মিনার কাজ।

এ পাহাড় হাতছানি দিয়ে ডাকে না—এ পাহাড় বলে, যেখানে আছে সেইখানেই থাকো।

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

এ রকম পাহাড় বিলেতে প্রচুর আছে, শুধু গায়ে নেই মিনার কাজ আর সামনে নেই সবুজ মাঠ, কাজলধারার কালো জল।

তাই আইরিশম্যান ডেভিড ও-রেলি মধুগঞ্জে অ্যাসিস্টেন্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অব পুলিশ হয়ে আসামাত্রই জায়গাটার প্রেমে পড়ে গেল।

দুই

প্রেমটা কিন্তু দু তরফাই হ'ল। ছোট্ট মহকুমার শহরটি ও-রেলিকে দেখে প্রথম দর্শনেই ভালোবেসে ফেললে।

তার প্রধান কারণ বুঝতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না। ও-রেলি সত্যই সুপুরুষ। ইংরেজ বাঙালীর তুলনায় অনেক বেশী ঢ্যাঙা তার উপর এদেশে বেশীদিন বাস করলে কেউ হয়ে যায় দারুণ মোটা, কেউ বড্ড লিকলিকে, কারো বা নাক হয়ে যায় টকটকে লাল, কারো দেখা দেয় সাদা চামড়ার তলায় বেগনি রঙের মোটা মোটা শিরা উপশিরা। তার-ই মাঝখানে হঠাৎ যখন স্বাস্থ্যসবল আরেক ইংরেজ এসে দেখা দেয়—ইংরিজিতে যাকে বলে ফ্রেশ ফ্রম ক্রিস্টিয়ান হোম্—তখন সে সুন্দর না হলে তাকে প্রিয়দর্শন বলে মনে হয়, রাজপুত্তুর না হলেও অন্তত কোটালপুত্তুরের খাতির পায়।

বয়স তার একুশ, জোর বাইশ। সায়েবদের ফরসা তো আছেই কিন্তু তার চুল খাঁটি বাঙালীর মতো মিশকালো আর তার সঙ্গে ঘননীল চোখ। এ জিনিসটে অসাধারণ ; কারণ সায়েব-মেমদের চুল কালো হলে চোখও কালো, নিদেনপক্ষে বাদামী—আর চুল ব্লণ্ড্ হলে চোখ হয় নীল। আমাদের দেশেও যাদের রঙ ধবধবে ফরসা হয় তাদের চোখও সাধারণত একটুখানি কটা ; তাই যখন তাদের চোখ মিশমিশে কালো হয় তখন যেন তাদের চেহারাতে একটা অদ্ভুত উজ্জ্বল্য দেখা দেয়। কালো চুল আর নীল চোখও সেই আকর্ষণী শক্তি ধরে।

মধুগঞ্জ যদিও ছোট শহর তবু তার বিলিতি ক্লাব এ অঞ্চলে বিখ্যাত। শহর থেকে বিশ মাইল দূরে যে স্টেশন সে পথের দুদিকে পড়ে বিস্তর চা-বাগান আর রোজ সন্ধ্যায় সে সব বাগান থেকে হেটিয়ে আসত ক্লাবের দিকে সায়েব-মেম আর তাদের আণ্ডা—বাচ্চারা।

ফুটফুটে ক্লাব-বাড়িটি। একদিকে লন টেনিসের কোট আর ভিতরে বিলিয়ার্ড খেলার ব্যবস্থা—বিলিয়ার্ডের বল দেখে খানসামারা ক্লাবের নাম দিয়েছিল 'আণ্ডাঘর' আর সেই থেকে এ অঞ্চলে ঐ নামই চালু হয়ে যায়।

এ সম্পর্কে মুরুব্বি রায়বাহাদুর কাশীশ্বর চক্রবর্তীরও একটা 'অনবদ্য অবদান' আছে। ক্লাব তখন সবেমাত্র খুলেছে। সায়েব-মেমরা ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরে টুকটাক করে টেনিস খেলছেন—রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে রায়বাহাদুর ভীত নয়নে একটিবার সেদিকে তাকালেন। সে সন্ধ্যায় পাশার আড্ডায় রায়বাহাদুর গম্ভীর কণ্ঠে সবাইকে বললেন,

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

'দেখলে হে কাণ্ডখানা, সায়েবরা নিজেদের জন্য রেখেছে একখানা মোলায়েম খেলা, ধাক্কাধাক্কি মারামারি নেই—যে যার আপন কোটে দাঁড়িয়ে দিব্যি খেলে যাচ্ছে। আর তোমাদের মত কালো-আদমিদের জন্য ছেড়ে দিয়েছে একটা কালো ফুটবল। তার পিছনে লাগিয়েছে বাইশটা নেটিভকে—মরো গুঁতোগুঁতি করে, আপোসে মাথা ফাটাফাটি করে। আর দেখছ, সাহেবদের যদি বা কেউ তোমাদের খেলায় আসে তবে সে মাঠের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে বাজায় গোরা রায়ের বাঁশি—তার গায়ে আঁচড়টি লাগাবার জো নেই।'

পাশা খেলোয়াড়রা একবাক্যে স্বীকার করলেন, এত বড় একটা দার্শনিক তত্ত্বের আবিষ্কার একমাত্র রায়বাহাদুরেরই সম্ভবে, তদুপরি তিনি ব্রাহ্মসন্তানও বটেন!

সেই রায়বাহাদুরের সপ্তম দর্শনের বেলুনটি ফুটো করে চুপসে দিয়ে নাম করে ফেললে বিদেশী ও-রেলি। চার্জ নেবার তিনদিন পরেই দেখা গেল, সে ইস্কুলের ছোঁড়াদের সঙ্গে ফুটবলে দমাদ্দম কিক লাগাচ্ছে আর এদেশের ভিজে মাঠে খেলার অভ্যাস নেই বলে হাসিমুখে আছাড় খেল বার তিরিশেক।

রায়বাহাদুর বললেন, 'ব্যাটা বদ্ধ-পাগল নয়,—মুক্ত -পাগল।'

পাশা খেলোয়াড়রা কান দিলেন না। পুলিশের বড় সায়েব ছোঁড়াদের নিয়ে ধেই ধেই করলে অভিভাবকদের আনন্দিত হওয়ারই কথা। কিন্তু এসব পরের কেচ্ছা।

ক্লাব জয় করেছিল ও-রেলি প্রথম দিনই টেনিস খেলায় জিতে নয়, হেরে গিয়ে। মাদামপুর চা-বাগিচায় বড় সায়েব এ অঞ্চলের টেনিস চেম্পিয়ান। পয়লা সেট ও-রেলি জিতল ; কারণ সে বিলেত থেকে সঙ্গে এনেছে টেনিস খেলার এক নূতন ঢঙ—মিডকোর্ট গেম্ আর বড় সায়েব খেলেন সেই বেজলাইনে দাঁড়িয়ে আদ্যিকালের কুটুস-কাটুস্। অথচ পরের দু সেটে ও-রেলি হেরে গেল—দাবার ভাষায় বলতে গেলে অবশ্যি গজচক্র কিংবা অশ্বচক্র খেল না বটে। আনাড়ি দর্শকেরা ভাবলে বড় সায়েব প্রথম সেটে সুতো ছাড়ছিলেন ; জউরীর বিলক্ষণ টের পেয়ে গেল, ও-রেলি প্রথম দিনেই 'ওভার চালাক', 'বাউণ্ডার' হিসেবে বদনাম কিনতে চায়নি। মেমেরা তো অজ্ঞান—যদিও হারলে তবু কী খেলাটাই না দেখালে, 'মাস্ট বি দি হীট, ইউ নো ফ্রেশ ফ্রম হোম্' ইত্যাদি। বড় সায়েবও খুশি। সবাইকে বলে বেড়ালেন, 'ছোকরা আমার চেয়ে ঢের ভালো খেলে, তবে কি না, বুঝলে তো, আমার বুড়ো হাড়, হেঁ হেঁ, অফ কোর্স!'

পরদিনই দেখা গেল, ও-রেলি বুড়ো পাদ্রী সায়েব রেভরেণ্ড চার্লস ফ্রেডারিক জোনস্‌কে পর্যন্ত বগলদাবা করে নিয়ে চলেছে 'আণ্ডা'-ঘরের দিকে। বুড়ো পাদ্রী অতিশয় নীতিবাগীশ লোক, অবরে সবরে ক্লাবে এলে নির্দোষ বিলিয়ার্ডকে পর্যন্ত ব্যসনে শামিল করে দিয়ে এক কোণে বসে সেই অজ ওয়েলসের দেড় মাসের পুরনো খবরের কাগজ পড়তেন কিংবা বাচ্চাদের সঙ্গে কানামাছি খেলতেন। ও-রেলির পাল্লায় পড়ে ধর্মপ্রাণ পাদ্রীর পর্যন্ত 'চরিত্রদোষ' ঘটল। দেখা গেল, পাদ্রী এখন প্রায়ই ক্লাবে এসে ও-রেলির সঙ্গে এক প্রস্ত বিলিয়ার্ড খেলে সন্ধ্যের পর তার সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে শহরের বাইরে ও-রেলির বাঙলোর দিকে চলেছেন।

পাদ্রী যে ও-রেলির সঙ্গে জমে গেলেন তার অন্য কারণও আছে।

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

ও-রেলির থানার কাছেই পাদ্রীদের ইস্কুল। চাকরিতে ঢোকার দিন দশেক পরে ও-রেলি লক্ষ্য করল ইস্কুলে কতগুলো সায়েব-মেমের বাচ্চাও ঘোরাঘুরি করছে, কিন্তু দূর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না আসলে এরা ঠিক কী?

ইনস্‌পেক্‌টর সোমকে ডেকে পাঠিয়ে বললে, 'সোম?'

'ইয়েস স্যর।'

'নো ; আমাকে 'স্যর' 'স্যর' করো না।'

'নো, স্যর।'

'ফের স্যর?'

'ইয়েস স্য—'

বাচ্চাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে সায়েব শুধাল এরা কারা।

সোম চুপ করে রইল।

ও-রেলি বলল, 'দেখ সোম, তুমি আমার সহকর্মী। তুমি যা জান আমাকে খোলাখুলি না বললে আমি এখানে কাজ করব কী করে, আর তুমিই বা আমার সাহায্য পাবে কী করে?'

'আজ্ঞে, এরা ইয়োরেশিয়ন।'

'ভালো করে খুলে বলো।'

'এরা দোআঁশলা ; এদের অধিকাংশ চা-বাগান থেকে এসেছে। এদের বাপ—'

'থামলে কেন?'

'—চা-বাগানের সায়েব আর মা—এই, এই, যাদের বলে কুলী রমণী।'

ও-রেলি থ মেরে সব কিছু শুনল। তারপর অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে শুধাল, 'তা এদের সম্বন্ধে আমাকে কেউ কিছু বলেনি কেন, এমন কি পাদ্রী সায়েব পর্যন্ত না?'

সোম বললে, 'এদের নিয়ে খাস ইংরেজদের লজ্জার অন্ত নেই, তাই এরা তাদের ঘেন্না করে। পাদ্রী সায়েব ভালো মানুষ, তাই নিয়ে ওঁর দুঃখ হওয়ারই কথা। বোধ হয়, আপনাকে ভালো করে না চিনে কোনো কিছু বলতে চাননি।'

সেদিনই থানার থেকে ফেরার সময় ও-রেলি সোজা পাদ্রীর টিলা গেল। পাদ্রীকে সে কী বলেছিল জানা নেই। তবে পাদ্রী-টিলার ব্যাডমিন্টন ক্লাবের প্রথম খাস ইংরেজ সদস্য ও-রেলি—অবশ্য পাদ্রী সায়েবদের বাদ দিয়ে—সে কথাটা ক্লাবের মিনিট বুকে সগর্বে সানন্দে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

খবর শুনে এস. ডি. ও. প্লামার ও-রেলিকে বললেন, 'গো স্লো।'

ও-রেলি তর্ক জোড়েনি, তবে এ বিষয়ে তার মনের গতি কোন্ দিকে সেটা জানিয়ে দিতে কসুর করেনি।

রায়বাহাদুর খবরটা শুনে বললেন, 'নাঃ, ছোঁড়াটাকে তো ভালো বলেই মনে হচ্ছে। তবে না আখেরে ডোবে। পাদ্রী-টিলার কোনো একটা ডপকা ছুঁড়িকে বিয়ে করলেই চিত্তির!'

আর ইস্কুলের ছোঁড়ারা তো ওর নাম দিয়ে ছড়া বানিয়েছিল,

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

'ও-রেলি, কোথায় গেলি?'

সাহেব মনে শুধিয়ে উত্তর শুনে ড্যাম্ গ্লাড।

তারপর হাত-পা ছুঁড়ে আবৃত্তি করলে,

'O' Mary, go and call the cattle
home,
Call the cattle home,
Across the sands of Dee',

আমাকে ঐ ক্যাটলদের একটা মনে করেছ বুঝি? তাই সই, আমি না হয় তোমাদের দেবতা 'হোলি কাও'ই হলুম।

sohell.kazi@gmai.com

তিন

এক বৎসর হয়ে গিয়েছে! ও-রেলিকে মধুগঞ্জ যে ক্রিকেট ম্যাচের মত লুফে নিয়েছিল সেই থেকে সে শহরের ছেলে-বুড়োর বুকে গোঁজা—ভারতীয় ক্রিকেটের ঐতিহ্যানুযায়ী তাকে ড্রপ করা হয়নি।

ইতিমধ্যে ভর বর্ষায় মধুগঞ্জের জলে সাড়ম্বরে নৌকা বাচ হয়ে গেল। বিলেত তার নৌকা-বাচ নিয়ে যতই বড়ফাট্টাই করুক না কেন পুব বাঙলার নৌকা-বাচের তুলনায় সে লাফালাফি বাচ্চাদের কাগজের নৌকা ভাসানোর মত। ও-রেলি উল্লাসে বে-এক্তেয়ার। নৌকা-বাচের আইন-কানুন সোমের কাছ থেকে তিন মিনিটে রপ্ত করে বন্দুক কাঁধে করে উঠল মোটর বোটে। সোমকে বললে, 'তুমি এগিয়ে যাও আমার লঞ্চ নিয়ে ওদিকের শেষ সীমানায়, সেখানে যেন কোনো বদমাইশি না হয়। আমি এদিক সামলাব—এখানেই তো জেতার গোল?'

সোম বললে, 'সায়েব, নৌকা-বাচের 'ফাউল' আর তারপর বৈঠে দিয়ে মাথা ফাটাফাটির ঠ্যালায় ফি বছর এ-দিনটায় ভাবি চাকরি রিজাইন দেব। আজ তুমি আমায় বাঁচালে।'

সায়েব বললে, 'তুমি কুছ্ পরোয়া করো না সোম; ফাউল বাঁচাতে গিয়ে খুন-জখম আমিই করব। ইউ গো রাইট্ অ্যাহেড।'

তারপর ও-রেলি বন্দুক দেগে রেসের স্টার্ট দিলে, পিছনে পিছনে মোটর বোট হেঁকে ফাউল সামলালে, উল্লাসে চিৎকার করে ঘন ঘন 'গ্র্যাণ্ড গ্র্যাণ্ড, ও হাউ গ্র্যাণ্ড' হুঙ্কার ছাড়লে, কমজোর নৌকাগুলোকে 'চীয়ার আপ্' করলে আর সর্বশেষে প্রাইজের পাঁঠা, কলসী সকলের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে করে স্বহস্তে বিতরণ করলে। মাথা ফাটাফাটি যে হল না তার জন্য সোম আর বাইচ-ওলাদের অভিনন্দন জানালে।

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

সর্বশেষে সোম খুশিতে ডগমগ হয়ে বিজয়ী নৌকার গলুইয়ে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলে, 'আসছে বছর যে নৌকা জিতবে সে পাবে হুজুর ও-রেলির পিতার নামে দেওয়া 'মাইকেল শীল্ড'। পুব বাঙলায় নৌকো-বাচে এই প্রথম শীল্ড—কম কথা নয়, আপনারা ভেবে দেখুন। আর সে শীল্ড লম্বায় তিন হাত হবে, হুজুরের কাছ থেকে সেটা আমি জেনে নিয়েছি। তার মানে পুব বাঙলার যে-কোনো ফুটবল শীল্ড তার তুলনায় 'ছোড্ড আড্ডা পোলাডা।' হুজুর শীল্ড কী ধরনের হবে সেটা আমায় বলতে বারণ করেছিলেন ; আমি সে আদেশ অমান্য করেছি। কাল আমার চাকরি যাবে।' তা যাক। এখন আপনারা বলুন,

'থ্রী চিয়ারস্ ফর ও-রেলি.
হিপ্ হিপ্ হুররে।'

সে কী হুঙ্কারে হিপ্, হিপ্! গাঁয়ের লোক এ ধরনের স্থূল রসিকতা বোঝে। তার উপর তাদের আনন্দ, দু দিনের চ্যাংড়া ফুটবল খেলার পাতলা দাপাদাপিকে তারা আজ হারিয়েছে। তাদের শীল্ড আসছে বছর থেকে সব ফুটবল শীল্ডের কান মলে দেবে।

ক্লাবের যে দু-একটি পাঁড় ইংরেজ কালা আদমিদের রেস দেখতে আসেননি তাঁরা পর্যন্ত হুঙ্কার শুনে আঙুল দিয়ে কান বন্ধ করে বলেছিলেন, 'ও-রেলি ইজ গন্ কমপ্লীটলি নেটিভ!'

অসম্ভব নয়। কিন্তু সেদিন শীল্ড-ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে, যদি ও-রেলি গা-ঢাকা না দিত তবে পঞ্চাশখানা গাঁয়ের লোক তাকে লিন্‌চ্ করত।

পাদ্রী-বাঙলোর নয়মি, রুথ, ইভা, মেরি সব ক-টা সোমত্থ মেয়ে জাত-বেজাত ভুলে পাইকেরি দরে পড়ল ও-রেলির প্রেমে। সে হ্যাপা সামলাতে না পেরে ও-রেলিকে বাধ্য হয়ে প্রকাশ করতে হলে তার বিয়ে দেশে ঠিক হয়ে আছে, ছুটি পেলেই বিয়ে করে বউ নিয়ে আসবে।

ও-রেলি বুদ্ধিমান ছেলে। বিয়ের খবরটা সে ভেঙেছিল সোমের কাছে। সোম খবরটাকে বিয়ে-বাড়িতে ফাটাবার বোমার মতই হাতে নিয়ে খনিকক্ষণ আদর করার পর সেটি ফাটিয়ে দিলে হাটের মধ্যিখানে, কিন্তু তার থেকে বেরল টিয়ার গ্যাস। সে গ্যাস পৌঁছে গেল পাদ্রী-বাঙলোয় পোপের মৃত্যুসংবাদ ছড়াবার চেয়েও তেজে এবং চোখের জলের জোয়ার জাগাল নয়মি, রুথ, ইভার হৃদয় ছাপিয়ে।

হায়, এরা তো জানে না ও-রেলিকে আশা করা এদের পক্ষে বামন হয়ে চাঁদ ধরার আশা করার মত। কিংবা তাতেই বা কি, এবং এ উপমাটাও হয়ত তারা জানে যে সামান্য একটা খরগোশ যখন চাঁদের কোলে প্রতি সন্ধ্যের অশ্বিনী-ভরণীকে টিট দিয়ে বসতে পারে তখন এরাই বা এমন কি ফেলনা? বিশেষ করে নয়মি। ভারতীয় সৌন্দর্যের নুন-নেমক আর ইংরেজের নিটোল স্বাস্থ্য নিয়ে গড়া এই তরুণী ; এর সঙ্গে ফ্লাট করার জন্য পঁচিশটে বাগানের ইংরেজ ছোঁড়ারা ছোঁকছোঁক ঘুরঘুর করে তার চতুর্দিকে, যদিও সকলেরই জানা শেষ পর্যন্ত তারা বিয়ে করে নিয়ে আসবে বিলেত থেকে কতকগুলো খাটাশমুখো ওল্ড মেড।

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

এ তত্ত্বটাও ও-রেলির জানা ছিলো বলে সে একদিন সোমকে দুঃখ করে বলেছিল, 'দেখো, সোম, আর যে যা-খুশি ভাবুক তুমি কিন্তু ভেবো না যে, আমি পাদ্রী-টিলার মেয়েদের নিচু বলে ধরে নিয়েছি। আমার বিয়ে ঠিক না থাকলে, আমি ওদেরই একজনকে বিয়ে করতুম। মেয়েগুলির বড় মিষ্টি স্বভাব।'

সোম কানে আঙুল দিয়ে বললে, 'ও কথা বোল না সায়েব। জাত মানতে হয়।'

ও-রেলি আশ্চর্য হয়ে বললে, 'ক্রিশ্চানের আবার জাত কি?'

সোম বললে, 'জাতের আবার ক্রিশ্চান কি?'

করে করে এক বছর কেটে গেল।

ও-রেলি ছুটি নিয়ে বিলেত থেকে বউ আনতে গেল।

sohell.kazi@gmai.com

চার

খাশপেয়ারা লোক যখন বিয়ে করে তখন তার একদল বন্ধু বউকে ভালোমন্দ বিচার না করে কাঁধে তুলে ধেই ধেই করে নাচে আবার আরেক দল তার দিকে তাকায় বড্ড বেশি আড় নয়নে। এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হ'ল না। সোমকোম্পানি দিনের পর দিন মেমসায়েবকে ফুল পাঠাল, মিষ্টি পাঠাল, মেমের জলে শখ জেনে ছোঁড়ারা তাকে নিত্যি নিত্যি ডিঙি চড়াল, পাদ্রীর টিলায় ঘন ঘন চড়ই-ভাতে নেমতন্ন করল, ক্লাবে আর বাগিচা-বাগিচায় বেনকুয়েট ডিনার হ'ল ; এ দলের খুশির অন্ত নেই।

অন্য দল বিস্তর যাচাই করার পর শুধু একটি কথা বললে, 'মেয়েটি ভালো, কিন্তু কেমন যেন মিশুক নয়।'

কিন্তু তাদের সর্দার রায়বাহাদুর চক্রবর্তীই তাদের কানা করে দিলেন আর-একটি মহামূল্যবান তত্ত্বকথা বলে—বললেন, 'নেটিভদের সঙ্গে ধেই ধেই করা উভয় পক্ষের পক্ষেই অমঙ্গল। ওরা রাজার জাত, রাজত্ব করবে ; আমরা প্রজার জাত, হুজুরদের মেনে চলব। এর ভিতর আবার দোস্তি-ইয়ার্কি কী রে বাবা? তোমরা ভেবেছ লিবার্টি পেলে তোমাদের নূতন কর্তারা তোমাদের কোলে বসিয়ে মণ্ডামেঠাই খায়ওাবেন? দেখে নিয়ো, আজ আমি যা বললুম।'

তখনো স্বরাজের ছবি দিগদিগন্তেরও বহু পিছনে আণ্ডার ভিতরে বাচ্চার মত নিশ্চিন্দি মনে ঘুমুচ্ছেন। কাজেই রায়বাহাদুরের সঙ্গে এ বাবদে তর্ক করার উপায় ছিল না ; এবং এ ধরনের মুরুব্বিও তখন সর্বত্রই বিস্তর মজলিস গুলজার করে এই রায়ই ঝাড়তেন। রায়বাহাদুর আবার বললেন, 'নেটিভ সায়েব যেন তেলে জলে। সাবধান!' কিন্তু মধুগঞ্জ এ সাবধানবাণীতে কান দেবার কোনো প্রয়োজনই অনুভব করল না।

রায়বাহাদুর অবশ্য মেমসায়েবকে সেলাম দিতে প্রথম দিনই কুঠিতে গিয়েছিলেন। মেমসায়েব তাঁর গলকম্বল মানমনোহর দাড়ি দেখে একেবারে স্ট্রাক্, থ! রায়বাহাদুর

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

ভালো করেই জানতেন আজকের দিনের দাড়ি-গোঁফ—কামোনো ছোঁড়ারা তাঁর দাড়িতে উকুন অথবা ছারপোকা আছে কি না তাই নিয়ে ফিসফাস গুজগাজ করে, কিন্তু অন্তরে তাঁর দৃঢ়তম বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর দাড়ি-গোঁফের কদর প্রকৃত রসিক-রসিকাদের কাছে কিছুমাত্র নগণ্য নয়।

আদালতে বিস্তর সায়েবকে তিনি বহুবার বেকাবু করেছেন তার দুটি কারণ ঃ

প্রথম, তাঁর আইনজ্ঞান এবং দ্বিতীয় তাঁর মনস্তত্ত্ববোধ। সায়েবের সাদা মুখ লাল, নীল, বেগুনী রঙের ভোল বদলানোর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চটপট সমঝে যেতেন সায়েব চটেছেন, খুশি হয়েছেন, হকচকিয়ে গিয়েছেন কিংবা আইনের অথই দরিয়ায় হাবুডুবু খাচ্ছেন।

প্রথম দর্শনেই তিনি বুঝে গেলেন, মেমসায়েব তাঁকে নেকনজরে দেখেছেন। তারই পুরা ফায়দা উঠিয়ে তিনি তাঁকে মেলা অভিনন্দন আর অভ্যর্থনা জানালেন, তিনি যে তাঁর সেবার জন্য সব সময়ই তৈরী সে কথা বললেন, তাঁর স্বামী যে অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি সে কথাও উল্লেখ করলেন, এবং বলতে বলতে উৎসাহের তেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আদালত যে এদেশে শুভাগমন করেছেন—' বলেই তাঁর মনে পড়ল, এ আদালত নয়। ঝুপ করে বসে পড়ে বললেন, 'সরি, ম্যাডাম, আই ফরগট!'

মেম তো হেসেই লাল। রায়বাহাদুর ঘেমে কালো। শেষটায় মেম বললেন, 'ইটস্ ও' রাইট, রে ব্যাড্ডুর ; থ্যাঙ্কিয়্যু ভেরি মাচ্ ইনডীড্।

রায়বাহাদুরের এ ভুল জীবনে এই প্রথম নয়। বুড়ো বয়সে সিনিয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের প্রথম পুত্রসন্তান হওয়াতে তিনি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে টিফিনের পূর্বে 'বারের' পক্ষ থেকে বলেছিলেন, 'আদালতের পুত্রসন্তান হওয়াতে আমরা সকলেই বড় আনন্দিত হয়েছি।'

এ ভুলটাও তিনি গোপন রাখেননি। সেদিক দিয়ে তিনি সত্যিই সরল প্রকৃতির লোক। মেমসায়েবের সঙ্গে তাঁর ভেট তিনি সবিস্তর বাখানিয়া বললেন, চাপরাসী ইস্তাজ আলীকে যে তিনি দু আনা বখশিশ দিয়েছেন সেটাও বলতে ভুললেন না।

সবশেষে খানিকক্ষণ কিন্তু কিন্তু করে বললেন, 'সায়েবের সঙ্গে তো আমার বিশেষ পরিচয় নেই, তবু কেমন যেন মনে হল একটু বদলে গিয়েছে। ঠিক বুঝতে পারলুম না।'

আড্ডা বললেন, 'আপিনও তাজ্জব বাত বললেন, রায়বাহাদুর। বিয়ে করে কোন মানুষ বদলায় না, বলুন দিকিনি? অন্তত কিছু দিনের জন্য?'

সোম উপস্থিত ছিল। কেউ কেউ লক্ষ্য করল সেও কোনো আপত্তি জানাল না।

রায়বাহাদুর বললেন, 'কী জানি ভাই, আমার অতশত স্মরণ নেই! বিয়ে করেছিলুম কবে, সেই ঠাকুদ্দার আমলে।'

জুনিয়ার তালেবুর রহমান বললে, 'সে কি, স্যর! বিয়ের পূর্বের কেসগুলোও তো আপনার খুঁটিনাটিসুদ্ধ মনে আছে।

উকিল মেম্বাররা সায় দিলেন।

রায়বাহাদুর গুণী লোক। মুনিঋষিরা যে রকম এককালে একসরে দৃষ্টি দিয়ে হাঁড়ির খবর জানতে পারতেন তিনিও হয়তো খানিকটা আসল খবর ধরতে পরেছিলেন ; তবে

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

কি না ঋষিদের তিন হাজার বছরের পুরনো লেন্‌স্‌ অনাদর-অবহেলায় ক্ষয়ে ঘষে গিয়েছে বলে ছবিটা আবছা-আবছা হয়ে ফুটল।

ও-রেলি তাগড়া জোয়ান, তার উপর পার্টি-পরবে ভোর অবধি বেদম নাচতে পারে—একটা ডান্সও মিস্‌ না করে। তাই বিয়ের পর আড্ডা-ঘরের 'গ্যালা'-নাচে সবাই আশা করেছিল ও-রেলি হয় বউকে কোমরে ধরে লাফ দিয়ে টেবিলের উপর তুলে নিয়ে নাচতে শুরু করবে কিংবা হলের মধ্যিখানে বউকে দুই ঠেঙে তুলে ধরে পাঁই পাঁই করে তার চতুর্দিকে সার্কেসি ঢঙে চক্কর খাওয়াবে। অন্ততপক্ষে টাঙ্গো নাচের সময় সে যে বউকে নিবিড় আলিঙ্গনে ধরে নিয়ে গভীর দোদুল-দোলা জাগাবে সে আশা—এবং বুড়ী মেমেরা সে আশঙ্কা—নিশ্চয়ই মনে মনে করেছিলেন ; কারণ, বউকে, তাও আবার আনকোরা বউকে নিয়ে নাচের সময় যে ঢলাঢলি করা যায় সেটা ইংরেজ সমাজে পরকীয়াতে চলে না। ফ্রান্সে চলে, তবে নাচের মজলিসে নয়!

ও-রেলি নেচেছিল এবং তার নাচে প্রাণও ছিল, কিন্তু আয়ারল্যাণ্ডে নব বর এ রকম নাচের সময় যে কুরুক্ষেত্র জাগিয়ে তোলে এখানে সেটা হল না। কেউ কেউ কিঞ্চিৎ নিরাশ হল বটে, তবে ঝানুরা জানেন নববর (অর্থাৎ নওশাহ্‌—নূতন রাজা) পয়লা রাতে কী রকম আচরণ করবে তার ভবিষ্যদ্বাণী কেউ কখনো করতে পারে না। মদ খেলে বাচাল হয়ে যায় চুপ আর বোবা হয় মুখর—আর বিয়ে করা তো সব নেশার চেয়ে মোক্ষম নেশা, খোঁয়ারি ভাঙাতে গিয়েই বাদ—বাকী জীবনটা কেটে যায়। কিন্তু তাই বলে যে সব সময় ঠিক উলটোটাই ফলবে তারও তো কোনো স্থিরতা নেই। আবহাওয়ার জ্যোতিষীরা বললেন, বৃষ্টি হবে অতএব আপনি ছাতা না নিয়ে বেরলেন? ফলং?—ভিজে কাঁই হয়ে বাড়ি ফিরলেন। ব্যত্যয়ও তো হয়।

কাজেই পালোয়ান এবং নাচিয়ে ও-রেলি আড্ডা-ঘরকে তার হক্কের পাকা সের থেকে এক ছটাক বঞ্চিত করাতে অল্প লোকই তাই নিয়ে মাথা চুলকালো!

গ্যালা নাচের পর পাদ্রী বাংলো দিলে পিকনিক। বাইরের বেশী লোককে নেমতন্ন করা হয় না, কিন্তু সোমের ডাক পড়েছিল কারণ পাদ্রীরা এ বাবদে বাঙালী, সায়েব কারোরই মত এত মারাত্মক নাকতোলা নয়। পাদ্রী-টিলার পিছনে যে ছোট ছোট টিলা আর বন-বাদাড়ের আরম্ভ তার শেষ হয় কুড়ি মাইল দূরে রেলস্টেশনে পৌঁছে। এ বনে বুনো আম, কাঠাল, বৈঁইচি, কালো জাম, মিষ্টি, মধুর সন্ধ্যানে সকাল-সন্ধ্যে কাটিয়ে দেওয়া যায়। মৌসুমের সময় মাটিতে ফোটে অগুনতি লুট্‌কি ফুল, আর গাছের গা-ঝুলে ফুলে উঠে রঙ-বেরঙের অর্কিড ('বাঁদরের ন্যাজ')। এ জায়গাটায় পিকনিক করতে গেলে তাস-পাশা নিয়ে যেতে হয় না, গাছতলায় বসে দুটি খেয়ে শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না। এখানে একা একা কিংবা ছোট ছোট দল পাকিয়ে অনেক কিছুর অনুসন্ধানে বেরানো যায় আর লুকোচুরি খেলার অলিম্পিক যদি কোনোদিন তার সদর অপিস খুলতে চায় তবে গড়িমসি না করে এখানেই সোজা চলে আসবে।

পাদ্রী-টিলাতে আপোসে বিয়ে হলেই এখানে তার পরের দিন পিকনিক। পিকনিকওয়ালার আবার বর বধূকে নানা ছুতোয় একা একা এদিক- ওদিক গুম হয়ে যেতে দেয় এবং নিজেদের মধ্যে তাই নিয়ে চোখ ঠারাঠারি করে।

`www.banglabook.com

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

বর-বধূ বিয়ের পর প্রথম কয়েক দিন একে অন্যকে চিনে নেয় ঘরের ভিতরে, বাইরে, বারান্দায়, নদীর পারে চাঁদের আলোতে কিংবা সমাজে আর পাঁচজনের ভিতর। এখানে নিভৃতে বনের ভিতর একে অন্যকে চিনে নেওয়ার ভিতর আরেক অভিনব মাধুর্য আছে-ওদিকে বন্ধুবান্ধব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নও তারা নয়। ডাক দিলেই সাড়া মিলবে-ওরা তো এসেছে ওরা তো এসেছে নব বরের নূতন শাহের খেদমত করার জন্যই।

খোয়াই-ডাঙার দিগ্‌দিগন্ত -মুগ্ধ কবি, পদ্মার অবিচ্ছিন্ন অবিরল স্রোতের সঙ্গে যে কবি তাঁর জীবন-ধারার মিল দেখতে পেয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড,গ্রহসূর্যে, তারায় বিশ্ব-স্রোত বিশ্ব গতি হৃদয় দিয়ে আবিষ্কার করলেন, সে কবি পর্যন্ত আপন বঁধুয়ার যে ছবিটিকে বুকের ভিতর এঁকে নিতে চেয়েছিলেন সেটি পত্র পল্লবের অর্ধ-অচ্ছাদনে, বনানীর মাঝখানে—

'পাতার আড়াল হতে বিকালের
আলোটুকু এসে
আরো কিছুখন ধরে ঝলুক তোমার
কালো কেশে॥
হাসিয়ো মধু উচ্চহাসে
অকারণ নির্মম উল্লাসে—
বনসরসীর তীরে ভীরুকাঠ-
বিড়ালিরে
সহসা চকিত কোরো ত্রাসে।'

ও-রেলি বসে রইল বুড়ো পাদ্রী সায়েবের সঙ্গে বটগাছতালায়—পিকনিকের হেড আপিসে। অবশ্য বউ মেবলও তার গা ঘেষে।

বুড়ো পাদ্রী গল্প বলে যেতে লাগলেন, চল্লিশ বছরের আগেকার কথা। এ-সব গল্প মধুগঞ্জ বহুবার শুনেছে, কিন্তু ও রেলির কাছে নূতন।

'বুঝলে ডেভিড, তখন আমি ছোকরা পাদ্রী হয়ে এদেশে এসেছি। সোম এ-সব জানে, তার বাপ তখন এখানে সাবরেজিষ্ট্রর। আমাকে অনেক করে বোঝালে টিলাতে বাংলো না বানিয়ে যেন নদীপাড়ে আসন পাতি। তখনকার দিনে দুপুরবেলায় এখানে বাঘ চরাচরি করত, আমার একটা বাছুর চিতে নিয়ে গেল আমার চোখের সামনে, ব্রেকফাস্টের সময়।'

ও-রেলি শুধালে, 'টিলার মোহটা কী? আপনি তো হরিণ কিংবা পাখী শিকারও করেন না।'

পাদ্রী বললেন, 'বাঘ আর ম্যালেরিয়ার ভিতর আমি বাঘই পছন্দ করি বেশী। টিলার উপর ম্যালেরিয়া হয় কম। বন্দুক দিয়ে বাঘ শিকার করা যায়, কিন্তু মশা মারা কঠিন। কী বলো, সোম, তুমি তো রববার হলেই বন্দুক নিয়ে মত্ত। কত বার বলেছি, সোম, বরবার স্যাবাথ-শান্তির দিন। এ-দিনটায় রক্তারক্তি নাই করলে।'

সোম বললে, 'স্যার, তেত্রিশ কোটি দেবতা ছেড়ে একজন দেবতা পেয়ে আমার লাভ না ক্ষতি?'

`www.banglabook.com

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

তারপর ও রেলির দিকে তাকিয়ে শুধাল, আপনি-ই বলুন, চীফ, তেত্রিশ কোটি টাকার মাইনে ছেড়ে দিয়ে এক টাকার চাকরি নেয় কোন্ লোক?'

পাদ্রী বললেন, 'ওর যে সব কটা মেকি।'

সোম বললেন, 'আমি পুলিসের লোক, স্যার, মেকি টাকা চিনতে না পারলে আমার সায়েবই কাল আমাকে ডিসমিস করবেন। মেকি খাঁটিতে তফাত আমি বেশ জানি। কিন্তু এ-দিককার তেত্রিশ কোটি আর ও-দিককার একজন কেউ তো কখনো আমার থানায় এসে এজাহার দেননি। বাজিয়ে দেখব কী করে? মাঝে মাঝে সন্দ হয়, সব কজনই মেকি।'

পাদ্রী বললেন, 'মাই বয়! কী বলছ?'

পাদ্রীর বুড়ী বউ স্বামীকে বললেন, 'তোমাকে কতবার বলেছি, সোমের সঙ্গে কক্‌খনো ধর্ম নিয়ে আলোচনা কোরো না। ও যে শুধু হিন্দু তাই নয়-হিন্দুদের ভিতর অনেক সৎ লোক আছেন- ও একটা আস্ত ভণ্ড!'

তারপর ও-রেলিকে শুধালেন, 'সোম আমাদের টিলায় এত ঘন ঘন আসে কেন জান?'

ও-রেলি হেসে পালটে শুধালেন, 'কেন, আপনাদের ঝগড়া মেটাতে?'

বুড়ী রেগে বললেন, 'বিয়ে করেছ তো মাত্র সেদিন! বঝগড়ার তুমি কী জান হে, ছোকরা? সে কথা থাক; সোম আসে শুধমাত্র মুর্গী খেতে, বাড়িতে পায় না বলে।'

সোম বললে, 'মাম্মি, আপনি সে ধরতে পেরেছেন, সে কথাটা এতদিন বলেননি কেন?'

বুড়ো থ হয়ে বললেন, 'সে কী রে? তোকে এক শ বার বলেছি, তোর বাপকে পর্যন্ত লুকিয়ে রাখিনি।'

সোম বললে, 'কই, আমার তো মনে পড়ছেনা? তা কাল থানাতে গিয়ে দেখব, কোনো পুরনো নথিতে রিপোর্ট লেখা আছে কি না?'

বুড়ো পাদ্রী ও-রেলি আর মেবলের চোখের উপর কয়েকবার স্নেহের চোখ বুলিয়ে বললেন, 'এই যে ডেভিড সোম আসে আমাদের ঝগড়া মেটাতে, তা সে কিছু ভুল বলেনি। আজ যে রকম ডেভিড মেব্‌লকে নিয়ে এসেছে ঠিক তেমনি আমিও একদিন নিয়ে এসেছিলুম গ্রেসিকে। পনেরো বছর কেটে যাওয়ার পর একদিন আমাদের ভিতর সামান্য কথা কাটাকাটি হওয়াতে হঠাৎ গ্রেসি বললে, 'তবে কি আমাদের 'হনিমুন' আজ শেষ!' সেই সেদিনই আমি সামলে নিলুম। তারপর দেখো, কেটে গেছে আমাদের 'হনিমুনেরা' আরো পঁয়ত্রিশ বছর।'

সোম বললে, 'সে কথা মধুগঞ্জের কে না জানে বলুন। কিন্তু আমার বেলা উল্টো। যাবজ্জীবন দীপান্তর মানে চোদ্দ বছরের জেল। আমার বেলা তারও বেশী। বিয়ে করেছি চোদ্দ বছর বয়সে, তারপর কেটে গেছে প্রায় আঠার বৎসর। এখনো কেউ খালাস করবার কথাটি তোলে না।'

পাদ্রী সোমের পাগলামিতে কান না দিয়ে বললেন, 'ঠিক এই গাছতলাতেই বসেছিলুম গ্রেসিকে নিয়ে। বাঘ-ভালুকের ভয় না করে। পাশের ঝোপে কোকিল কুহু কুহু করছিল।

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

আমাদের মনে কী আনন্দ! এমন সময় একটা হনুমান 'হুম' 'হুম' করে আমাদের সামনে দাঁত-মুখ খিচোতে লাগল। গ্রেসি কখনো বাঁদর দেখেনি। প্রায় ভিড়মি গিয়ে আমার কোলে মুখ গুঁজলো।'

বুড়ী মেম লজ্জায় রাঙা হয়ে বললেন, 'ব্যস ব্যস হয়েছে।' এর পরও ডেভিড মেব্‌ল্ উঠল না।

পাঁচ

দেখা যেত দুজনকে, রাস্তা থেকে, তাদের বাঙলোর বারান্দায় ছাতা ল্যাম্পের নীচে আরাম-চেয়ারে বসে আছে। কখনো সায়েব মেম-সায়েবের হাত-পাখাখানা এগিয়ে দিচ্ছে, কখনো মেম-সায়েব ঘরের ভিতর গিয়ে দু'হাতে দুটো লাইমজুস নিয়ে আসছে। আর কখনো বা সিংহলী বাটলার জয়সূর্য বারান্দার একপ্রান্তে গ্রামোফোন রেকর্ডের পর রেকর্ড বিলিতি বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই নির্জন বারান্দায়, কিংবা টিলার বাগানের লিচুগাছতলায় দুজন পাশাপাশি বসে সামনের কালাই পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে।

জ্যাৎস্না রাতে দুজনা ডিনারের পর বারান্দা থেকে নেমে লিচু বাগানের ভিতর দিয়ে নেমে আসত সদর রাস্তায়। সেখান থেকে চলে যেত নদী-পারে। নদী-পার দিয়ে হেঁটে হেঁটে পৌছত গিয়ে রামশ্রী গ্রামে, সেখানে ছোট্ট কিসাই নদী বড় নদী কাজলধারার সঙ্গে মিশেছে।

কিংবা তাদের মাথায় চাপত অদ্ভুত খেয়াল । কিসাই-কাজলের মোহনায় খেয়াঘাট ; তারা সেই রাত দশটায় হাট-ফের্তাদের সঙ্গে বসত খেয়া-নৌকায়-বাতার উপর। তারপর দুপুর রাত অবধি খেয়া-নৌকায় বসে এপার-ওপার করে বাড়ির পথ ধরত চাঁদ যখন ডুবুডুবু।

মেম আসার পর সায়েব টুরে গেছে মাত্র একবার। মেমকে সঙ্গে নিয়েই গেল। ভাওয়ালি নৌকায় করে দুদিনের রাস্তা। রোজ সন্ধ্যায় সায়েব-মেম ভাওয়ালির ছাদের উপর বসে বসে মাঝি-মাল্লার ভাটিয়ালি গান শোনে, আর কখনো বা জয়সূর্য অল্প ভলগা-মাঝির গান গ্রামোফোনে বাজায়। মাঝি-মাল্লারা সে গীত শুনে তাজ্জব মানে, আর মাঝে মাঝে তার নকল করতে গিয়ে মেম-সায়েবের কাছে ধমক খায়। মেম বলে ভাটিয়ালিই ভালো-মাঝিরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে,—তাদের গান সায়েবদের কলে বাজানো গাওনার চেয়ে ভালো, এও কি কখনো সম্ভবে। তবে কি না সায়েব-সুবোদের খেয়াল, আল্লায় মালুম, ওদের দিল ওদের দরদ কখন কোন্ দিকে ধাওয়া করে। একদিন তো মেমসায়েব নায়ের মশলা-পেষা ছোকরাটার বাঁশের বাঁশী চেয়ে নিয়ে সাবান দিয়ে ধুয়ে-পুছে ভাটিয়ালির সুর অনেকক্ষণ ধরে বাজালে।

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

এবারে নৌকোর বারোয়ারি ডাবাহুকোতে এনরা গুড়ুক খেলেই হয়েছে আর কি।

মাঝি-মাল্লারা কিন্তু একটা বিষয়ে নিজেদের ভিতর বিস্তর আলোচনা করল। সায়েব-মেম একে অন্যের সঙ্গে অত কম কথা কয় কেন? ভাগ্যিস ওরা জানত না যে বিয়ের আগে ও-রেলি সায়েবের বাচাল বলে. একটুখানি বদনাম ছিল বটে।

ভাওয়ালির হালদার বুড়ো মাঝি তালেবুদ্দি বললে, 'খুদাতালা কত কেরামতিই দেখালে ; গোরা হ'ল রাজার জাত—আমাদের ডাঙর জমিদারের গালে ঠাস ঠাস করে চড় মারলে উনি সেটা আল্লার মেহেরবানি সমঝে দিল-খুশ হয়ে হাবেলী চলে যান। আর সেই গোরা দেখো, মেমের রুমালখানা হাত থেকে পড়ে গেলে তখখুনি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে মেমকে এগিয়ে দেয়। আমি তো এ মামলা বিলকুল বুঝতে পারলাম না।'

শুকুরুল্লা বললে, 'কইছো ঠিকই কিন্তু আমাগো সায়েব তো কখনো কাউরে চড় মারেনি। বল্কে, আমার মনে লয়, সায়েবরা হামেশাই কথা কয় কম, কাম করে বিস্তর। দেখছো না, যারা হাম্বাই-তাম্বাই করে বেশী, তারাই কাম করে কম।'

মশলা-পেষা বললে, 'বউয়ের লগে যদি দুই-চারটা মিডা মিডা কথা না কইলা তয় বিয়া করলা ক্যান।'

একই বিষয় নিয়ে আমাদের দেশের মাঝি-মাল্লা চাষাভূষো অনেকক্ষণ ধরে তর্ক-বিতর্ক করতে পারে না-অবশ্য পুব-বাঙলার পটভূমি নিয়ে লেখা নভেলে তারা 'গোরা' এবং 'বিনয়ের' মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা নব্যন্যায়ের তৈলধার জ্বলিয়ে রাখতে পারে। তারা আপন আপন রায় জাহির করেই চুপ করে যায়। তর্ক করে যুক্তি দেখিয়ে একে অন্যের অভিমত বদলাবার চেষ্টা করে না। তাই বোধ করি ভদ্রসমাজে নিছক অবাস্তব তর্কাতর্কির ফলে যে রকম মন কষাকষি এবং মুখ দেখাদেখি করা হয়, চাষা-ভূষোদের ভিতর সে রকম হয় না।

তাই আলোচনার মোড় বদলে গিয়ে সভাস্থলে প্রশ্ন উত্থাপিত হ'ল, 'সায়েব-মেমরা সাঁতার কাটতে ভালোবাসে, কিন্তু নদীর জল ঘোলা হলে গোসল করে না কেন?'

পুব-বাঙলার লোক জানে না, সায়েবদের কাছে সাঁতার-কাটা হচ্ছে স্পোর্ট-বিশেষ-স্নানের খাতিরে তারা সাঁতার কাটতে নাবে না। আমাদের কাছে স্নান যা, সাঁতার কাটাও তা।

টুর থেকে ফিরে এসে ও-রেলি পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে একা কলকাতায় চলে গেল। সোম কিন্তু সবাইকে বললে, 'হুজুর সরকারি কাজে কলকাতায় গেছেন; জানেন তো আজকাল যা স্বদেশী-ফদেশী আরম্ভ হয়েছে।'

রায়বাহাদুর বললেন, 'দুদিকেই বিপদ দেখতে পাচ্ছি। সায়েব যদি 'স্বদেশীর' পিছনে লাগে, তবে তাদের দফা-রফা। নেটিভদের সঙ্গে দোস্তি জমিয়ে ও তাদের সব হাড়হদ্দ শিখে নিয়েছে, কড়ি চালালে আর কারো রক্ষে নেই। ওদিকে ছোকরা আবার আইরিশম্যান, ওর আপন দেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে চলেছে জোর 'স্বদেশী'। ও যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকে, তবে তার প্রমোশনেরও তেরোটা বেজে যাবে। চাই কি কমপলসরি রেটায়ারমেন্টও হতে পারে। থাক, ও-সব কথা কইতে নেই।'

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

জুনিয়ার তালেবুর রহমান বললে, 'নৌকো দিয়েছেন ভাসিয়ে মাঝগাঙে–আর তারপর করেছেন নোঙরের খোঁজ। সোমের সামনে খুলে দিয়ে দিয়েছেন শুঁটকির হাঁড়ি, আর এখন বলছেন, নাক বন্ধ কর।'

রায়বাহাদুর বললেন,'বাবা, সুধাংশু–'

সোম জিভ কেটে, দুকানে হাত দিয়ে বললে, 'রাম, রাম।'

এবারে ও–রেলি যখন কলকাতা থেকে ফিরল,তখন সকলেরই চোখে পড়ল তার মুখের উপর পাণ্ডীর্যের ছাপ।

সায়েবরা কলকাতা থেকে ফিরলে, তা সে রাত বারোটাই হোক, তখ্খুনি যায় ক্লাবে, সবাইকে কলকাতার তাজা খবর বিলিয়ে তাক লাগিয়ে দেবার জন্য–শ্বশুরবারি থেকে বাপের বাড়ি এলে মেয়ে যে রকম ধুলো–পায় সইয়ের বাড়িতে ছুট লাগায়। ক্লাবের সবচেয়ে নীরস বেরসিকও তখন কয়েকদিন ধরে আরব্য উপন্যাসের শেহেরজাদীর কদর পায়।

ও–রেলি ক্লাবে গেল ফিরে আসার তিনদিন পরে।

বুড়ো পাদ্রীর চোখের জ্যোতি কম। তার উপর এতখানি সাংসারিক বুদ্ধি নেই যে, কারো চেহারা খারাপ দেখালে তদ্দণ্ডেই সে সম্বন্ধে প্রশ্ন শুধাতে নেই। ও–রেলিকে দেখামাত্রই শুধালেন, 'সে কি হে ডেভিড, তোমার চেহারা ও–রকম শুকিয়ে গেছে কেন?'

মাদামপুরের বুড়া–সাহেব ঝানু লোক। ও–রেলি আমতা আমতা করছে দেখে বললেন, 'অসুখ–বিসুখ করেছিল হয়তো। কলকাতা বড় নাস্‌টি প্লেস–ডিসেন্ট্রি আর ডিসেন্ট্রি। কেন যে মানুষ কলকাতা যায় বুঝতে পারিনে। আমি যখন প্রথম মাদামপুর আসি–'

বিষ্ণুছড়া বাগিচার মেম বললেন, 'তা মিস্টার ও রেলি, কলকাতার নূতন খবর কী?'

মাদামপুরের বড় সায়েব তখন আশা ছাড়েননি ; বললেন, 'কলকাতায় যেতে আঠারো দিন লাগত, আর—'

বিষ্ণুছড়া বাগিচার বড় মেমে আর মীরপুর বাগিচার ছোট মেমে যেন সাপে–নেউলে। একে অন্যের দেখা হলেই টুকাটুকি ঠোকাঠুকি। বললেন, মিস্টার ও–রেলি, কলকাতার সব খবরই নূতন। ফার্পোতে নেটিভরা ঢুকতে পারছে, সে–ও নূতন খবর। ময়দানে ঘাস গজাচ্ছে, সেও নূতন খবর।'

বিষ্ণুছড়ার মেম ছোবল মারতেন, কিন্তু তাঁর সায়েব শান্তভাবে মেমের হাতের উপর হাত রেখে চেপে দিয়ে বললেন, 'তাজা–বাসি আমরাই যাচাই করে নেব ও–রেলি। ও–সব ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না।'

আগে হলে ও–রেলি এতক্ষন সুবোধ ছেলের মত টু বী সীন নট টু বী হার্ড হয়ে বসে থাকতে না। ততক্ষণ হয়তো সপ্রমাণ করে দিত। গড়ের মাঠে সত্যই কত রকম নূতন ঘাস গজাচ্ছে, তার রঙ গোলাপি, ফুল সবুজ আর সে ঘাস নেটিভ মাঠে পা ফেললেই গোখরোর মত ছোঁবল মারে—ডেঞ্জারেস পয়জন্–কিংবা হয়তো গম্ভীরস্বরে বয়ান করত, নেটিভরা এখনো ফার্পোতে ঢুকতে পায়নি, তবে কি না এ খবরে কিছুটা সত্য এখন ফার্পোর টেবিল–চেয়ার সরিয়ে সেখানে কার্পেটের উপর গোবর নিকনো লেপানো

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

হয়েছে,আর তারই উপর সায়েবরা থাল পেতে হাপুর-হুপুর শব্দ করে খিচুড়ির সঙ্গে মালেগাটানি সুপ মাখিয়ে খাচ্ছেন।

অবশ্য ও-রেলি একেবারে চুপ কর রসে রইল না। কিন্তু খবর বিলোতে গিয়ে দেখল এবারে কলকাতায় সে তেমন কিছুই দেখেনি। গ্রাণ্ডে বসে লাঞ্চ খেয়েছে অথচ চারিদিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে কিছুমাত্র লক্ষ্য করেনি, ক্যালকাটা ক্লাবের বারে বসে অনেকক্ষণ ধরে এটা-ওটা চুকচুক করেছে; কিন্তু এখন আর স্মরণ করতে পারল না, পরিচিত কার কার সঙ্গে সেখানে দেখা হয়েছে।

বিষ্ণুছড়া বললেন, 'ও-রেলি গোপন সরকারী কাজে গিয়েছিলেন কলকাতায়, আর তার ফাঁকে করেছেন পার্টি পরব। দুটোয় জট পাকিয়ে গিয়েছে। বলে কী বলবেন, কী বলবেন না, ঠিক করতে পারছেন না।'

ও-রেলি বুঝলে, এটা সোমের কীর্তি।

প্রকাশ্যে বললে, 'ঠিক তা নয় ; তবে এখন কলকাতার মৌসুমটা মন্দা যাচ্ছে। বেশীর ভাগই দার্জিলিঙ কিংবা শিলঙে। আমার পরিচিত অল্প লোকের সঙ্গেই সেখানে দেখা হ'ল।'

মীরপুর বললেন, 'সে কি মিস্টার ও-রেলি? আপনি তো এক সেকেণ্ডে আলাপ জমিয়ে ফেলতে পারেন বদ্ধ কালা-বোবার সঙ্গে, আর আপনি করছেন পরিচয় অভাবের শোক!'

মনের ভিতর চমক খেয়ে ও-রেলি দেখলে, কথাটা একেবারে খাঁটি। এই তার জীবনে প্রথম যে সে কলকাতায় কোনো নূতন পরিচয় জানতে পারেনি। তবে কি সে জমাতে চায়নি? কেন, কী হয়েছে তার?

কিছু একটা বলতে হয়-যে লোক গল্পবাজ, সে কোনো কারণে চুপ মেরে গেলে সমাজে তার বড় দুরবস্থা-তাই আমতা আমতা করে বললে, 'না, না সেদিক দিয়ে আটকায়নি!' বলতে বলতে মনে পড়ে গেল, ক্রিকেটার হেণ্ডারসনের হুয়াইটেওয়ের দোকানে তার দেখা হয়েছিল ও-রেলি বেঁচে গেল। শুধালে,

'ক্রিকেটার হেণ্ডারসনকে চেনেন?'

বিষ্ণুছড়ার মেম বললেন, 'আমার দুরসম্পর্কের বোন-পো হয়?'

মীরপুর মেম কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু তার পূর্বেই ও-রেলি ক্রিকেটের গল্প জুড়ে দিল-মীরপুর-বিষ্ণুছড়ার কথা কাটাকাটিকে সে 'স্বদেশী' বোমার চেয়েও বেশী ডরাত- বললে, 'একটা ভালো ইংলিশ ক্রিকেট টীম নিয়ে আসছে-শীতে ইণ্ডিয়া আসতে চায়। ছেলেটার তাই নিয়ে উৎসাহের অন্ত নেই। ভারতবর্ষের সব কটা 'পিচ' সে তার আপন হাতের তেলের চেয়েও ভালো করে চেনে। আমার তো মনে হ'ল 'পিচ'গুলোর বকরির মত চিবিয়ে খেয়েই যাচাই করে নিয়েছে, কোন্‌টা বোলারের স্বর্গ আর কোনটা ব্যাটসম্যানের-দরকার হলে 'কোয়ের ম্যাটিঙ'ও চিবুতে তৈরী। আমি বললুম, 'অতশত মাথা ঘামাচ্ছ কেন হেণ্ডারসন, এদেশের ক্রিকেট বড্ড কাঁচা; তোমারা আনায়াসেই জিতে যাবে।'

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

হেণ্ডারসন বললে, 'তার কিচ্ছু ঠিকঠিকানা নেই। বোম্বাইয়ের জ্যাম সায়েব-তোমরা নাকি নামটা অন্য ধরনে উচ্চারণ করো-তিনি 'জ্যাম' হোন আর জেলিই হোন, বিলেতে তিনি তাড় হাঁকড়ে সাবইকে ক-শো বার জেলি বানিয়ে দিয়েছেন, তার খবর তো তোমার অজানা নেই। কে বলতে পারে বলো, কালই এদেশে আরো পাঁচটা জ্যাম বেরিয়ে যাবে না এবং হয়তো জ্যাম নয়, তার চেয়েও শক্ত মাল -'হার্ড নাট'।' আমি উত্তরে বললুম, 'অসম্ভব তো কিছুই নয়, তবে কি না কাল আমার ন্যাজ গজাতে পারে বলে আজ তো আমি তাই নিয়ে মাথা ঘামাইনে কিংবা ন্যাজ সাফসুতরো রাখার জন্য বুরুশও কিনিনে।'

মাদামপুরের বুড়ো সাহেব লক্ষ্য করলেন, ক্রিকেটের গল্পে উত্তেজিত হয়ে ও-রেলি বললে, 'ভাবছি, শমশেরগঞ্জের জমিদারের কাছ থেকে কিছু টাকা বাগাব। সম্প্রতি লোকটা গুম-খুনে জড়িয়ে পড়েছিল-অথচ সোম পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে প্রমাণ খাড়া করতে পারলে না। আমি কিন্তু জমিদারকে ভাওতা মারলুম, সব প্রমাণ তৈরি, এবারে বাছাধনকে ঝুলতে হবে। পায়ে জড়িয়ে ধরে আর কি, তখন ভবিষ্যতের জন্য তার বুকে যমদূতের ভয় জাগিয়ে দিয়ে যেন নিছক মেহেরবানি করে তাকে ছেড়ে দিয়েছি। টাকা চাইলে এখন তার ঘাড় দেবে।'

সবাই কলরব তুলে নূতন করে আবার সেই গুম-খুনের পোস্টমর্টেমে লেগে গেলেন। ইংলণ্ডে হিজ ম্যাজেস্টির পরেই ক্রিকেট আলোচনা আড্ডার রাজা কিন্তু পুব-বাঙলার গুম-খুন রাজারও রাজা, অর্থাৎ মন্ত্রী-অবশ্য দাবা খেলার-রাজার চেয়ে ঢের বেশী তাগদ ধরেন। কত রকম কথা-কাটাকাটিই না হ'ল, বিষ্ণুছড়ার মেম বলছেন, জমিদারের হুকুমে বড় ভাইয়ের চোখের সামনে ছোট ভাইকে জ্যান্ত পোঁতা হয়েছিল, মীরপুরের মেম বললেন, 'গুলতান, লোকটার বর ভাই-ই নেই, আর সে খুন হয়নি আদপেই ; মীরপুরের জমিদারের টাকা খেয়ে গুম হয়ে গিয়েছে শমশেরগঞ্জকে জড়াবার জন্য।'

অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলছিল। ইতিমধ্যে ও-রেলি কেটে পড়েছে।

মাদামপুরকে বাগানে ফেরার সময় বিড়বিড় করে বলতে শোনা গেল, ও-রেলিকে বোঝা ভার।

ছয়

বরঞ্চ ইংরেজ সকাল বেলার বেকন আণ্ডা বর্জন করে দেবে,বরঞ্চ ইংরেজ বড়দিনে গির্জে কট করতে পারে, এমন কি, শাশুড়ীর জন্মদিনও ইংরেজের পক্ষে ভুলে যাওয়া অসম্ভ নয়, কিন্তু ক্লাব-গমন বন্ধ করা ইংরেজের পক্ষে ভুলে যাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু ক্লাব-গমন বন্ধ করা ইংরেজের পক্ষে হৌস-অব-কমনস্ পুড়িয়ে দেবার শামিল-

`www.banglabook.com

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

মুসলমানের কলমা ভুলে যাওয়া, হিন্দুর গো-মাংস ভক্ষণের তুলনায় চুলে চিমটি কাটার মত।

ডেভিড, মেব্‌ল্ তিন মাস ধরে ক্লাবে যায়নি।।

যে মীরপুরের ছোট মেম ডুমুরের ফুল, সাপের ঠ্যাঙ দেখছেন বলে ক্লাবে দাবি করে থাকেন, তাঁকে পর্যন্ত স্বীকার করতে হ'ল, মধুগঞ্জের তাবৎ খানসামা-বাটলার, মেথর-ঝাড়ুদারকে ফালতো চা বখশিশ দিয়েও তিনি কারণটা বের করতে পারেননি।

এ-সব বাবদে সোজাসুজি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা ইংরেজের সর্বশাস্ত্রে বারণ। একমাত্র পাদ্রীদের কিছু হক্ক আছে। বুড়ো পাদ্রী সন্তর্পণে প্রশ্ন শুধিয়ে নিরাস হলেন। বুড়ী মেম একবার ডেভিডের মফস্বলবাসের সময় মেব্‌লের সঙ্গে রাত্তির কাটান। চর্তুদিকে কড়া নজর ফেলে, এমন কি শেষটায় জিজ্ঞেসবাদ করেও কোনো খবর যোগাড় করতে পারলেন না।

বুড়ী বেদনা পেয়েছিলেন। তৃতীয় রাত্রিতে ছিল পূর্ণিমা। জানলা দিয়ে চোখে চাঁদের আলো পড়তে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। পাশের খাটের দিকে তাকিয়ে দেখেন মেব্‌ল নেই। পা টিপে টিপে বারান্দায় এসে দেখেন মেব্‌ল্ ডেকচেয়ারে সামনের দিকে ঝুঁকে দুহাত দিয়ে, মুখ ঢেকে বসে আছে-তার দীর্ঘ বাদামী চুল হাত ছাপিয়ে ফেলেছে। বুড়ী মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, চুলে আঙুল চালাতে চালাতে হঠাৎ চুলের ডগাগুলো ভেজা ঠেকল।

প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে তিনি পাদ্রী-টিলার বহু তরুণী, বিস্তর যুবতীর অনেক বুকফাটা কান্না দেখেছেন, কোন কোন স্থলে সলা-পরামর্শ দিয়ে নানা দিকে নানা রকম কলকাঠি চালিয়ে এদের মুখে হাসি ফোটাতেও সক্ষম হয়েছেন, কিন্তু এ নারীর বেদনা কি হতে পারে, সে সমস্যার সন্ধানে কোনদিকে হাতড়াতে হবে তার সামান্যতম অনুমানও তিনি করতে পারলেন না।

বুড়ো পাদ্রী সব শুনে বললেন, 'এসো, দুজনাতে মিলে প্রার্থনা করি।'

সোম একদিন ও-রেলিকে প্রশ্ন শুধাল মাত্র দুটি শব্দ দিয়ে,'এনি ট্রাবল?'

স্মরণই করত পারল না, তার জীবনে কখনো কোনো শক্ত ট্রাবল এসেছিল কিনা, যেটাকে সে কাত করতে পারেনি। সে তাগড়া জোয়ান, লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট না হলেও ভালো, গায়ের জোরে কমতি নেই, আর পাঁচটা ইংরেজের মত তিনটে কথা বলতে গেলে সাতবার হোঁচট খায় না-তার আবার ট্রাবল! হ্যাঁ, একটা সামান্য ট্রাবলের কথা মনে পড়ছে বটে। এমনিতে তার মুখে শুধু খই ফোটে না, টোস্ট পর্যন্ত সেঁকা যায়, তবে প্রেমের ব্যাপারে একটু মুখচোরা বলে মেব্‌লকে বিয়ের প্রস্তাব পাড়তে তার তিনটে রবির সন্ধ্যা লেগেছিল বটে, কিন্তু তারপরের অবস্থা দেখে সে থ-মেব্‌ল্ বাহান্ন রববারের আগের থেকেই নাকি তাকে বিয়ে করবে বলে মনস্থির করে ট্রসোর ডিজাইন বানাতে লেগে গিয়েছিল।

`www.banglabook.com

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

ইস্কুলের ব্লু, চাকরির জন্য পরীক্ষা, রাগবিতে একখানা পাঁজর গুঁড়িয়ে যাওয়া এ-সব ও—রেলির কাছে কখনো ট্রাবল বলে মনে হয়নি। তার একমাত্র ভয় ছিল মেব্‌ল্ যদি তাকে গ্রহণ না করে। সেই মেব্‌ল্‌কে পেতে তার তিনটি রববার-অর্থাৎ একুশ দিনের দিবারাত্র দুশ্চিন্তা-লেগেছিল বটে, কিন্তু আজকের তুলনায় সে কত সহজ। সেদিন পথহারা ও—রেলির সামনে থেকে হঠাৎ যেন কুয়াশা কেটে যায়, আর সমুখে দেখে বসন্তের মধুরৌদ্রে, নীল অকাশের পটে আঁকা মেব্‌ল্ ।

'উতলা পবন বেগে মেঘে' যেন তার খোলা চুল উড়ে উড়ে চলেছে। হাতে তার একটি ছোট ফুল। তারই এক-একটা পাপড়ি ছিঁড়ছে আর বলছে 'হি লাভ্‌স্ মী,' পরেরটায় বলছে 'হি লাভ্‌স্ মী নট্' এই করে করে ভাগ্য -গণনা করছে। সর্বশেষের পাপড়িতে 'হি লাভ্‌স মী' না 'হি লাভস্ মী নট'-এ এই জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান মিলবে।

ও-রেলির মনে পড়ল, মেব্‌ল্ সেদিন তার কানের ডগায় চুমো খেয়ে বলছিল, 'আমি সব সময়ই জানতুম, শেষ পাপরি 'হি লাভ্‌স্ মী'-তেই শেষ হবে! একদিন যখন হ'ল না তখন রীতিমত হকচকিয়ে গেলুম। পরে দেখি একটা পাপড়ি আগের থেকেই ছিঁড়ে গিয়েছিল-টুকরোখানা তখনো বোঁটায় লেগে আছে!'

সে-সব দিন চলে যাওয়ার পর আজ সোম জিজ্ঞেস করলে এনি ট্রাবল!

তারপর আরো তিন মাস কেটে গিয়েছে। এ তিন মাসের ভিতর আরো পরিবর্তন ঘটেছে। ও-রেলিরা ক্লাব দূরে থাক কারো বাড়িতে পর্যন্ত যায়নি। তার থেকে পরিস্কার বোঝা গেল তারাও চায় না কেউ তাদের বাড়িতে আসুক। শেষ পর্যন্ত এক পাদ্রী মেম ছাড়া আর কেউ ও-রেলি টিলায় আসত না এবং তিনিও আসতেন যেন অতিশয় দায়ে পড়ে, অন্ধভাবে অন্ধকারে কোন এক ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আবছা বুঝতে পেরে মানুষ যে-রকম আত্মজনের কাছে এসে দাঁড়ায়।

তারপর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের খরদাহের পর নামল বর্ষা। কলকাতার বদখদ দালান-কোঠার উপর বর্ষা যখন নামে তখন বড়বাজারের বেরসিক মারোয়াড়ী পর্যন্ত আকাশের দিকে দু'একবার না তাকিয়ে থাকতে পারে না, আর কলেজের মেয়েরা নাকি ছাদের উপর বৃষ্টির জলে ভেজবার অছিলা করে মেঘের জলের সঙ্গে চোখের জল মেলায়। আর তাতে আশ্চর্য হবারই বা কী আছে! ছেলেরা তো কলেজ পাসের পর অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে প্রেম, বিয়ে-শাদি মন থেকে কুলোর বাতাস দিয়ে খেদিয়ে দেয়। মেয়েরা শুধু অজানা ভবিষ্যতকে অতখানি ডরায় না বলে বে-এক্তেয়ার প্রেমে পড়ে আর তারই প্রকাশ খুঁজতে গিয়ে রবিঠাকুরের গান আর কবিতা বাঁচিয়ে রাখে। তবে কি রবিঠাকুর এ তত্ত্বটা জানতেন, তাই ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের গান শিখিয়েছেন অনেক বেশী সযত্নে?

মধুগঞ্জে এ-সব বালাই নেই-মারোয়াড়ী নেই বললেই চলে, কলেজ নেই তাই কলেজের মেয়েও নেই। মধুগঞ্জী বালিকাদের বিয়ে হয়ে যায় চোদ্দ পেরতে না পেরতেই। এ বিষয়ে ওয়েলশ পাদ্রী সাহেবও নেটিভ বনে গিয়েছেন, রুথ্-মেরীদের ষোলো পেরতে না পেরতেই বরের সন্ধানে লেগে যান, তাঁর যুক্তি-প্রাচ্যে মেয়েরা বিবাহযোগ্য হয়ে যায় আল্প বয়সেই, এদেশে বিলিতি কায়দা মেনে নিলে শুধু অনর্থেরই সৃষ্টি হয়।

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

বিবাহ মাত্রই প্রেমের গোরস্তান, কিন্তু শান্তির, কিন্তু শান্তির আস্তানা।

তাই এখানে কোনো তরুণী অকারণ বেদনায় কাতর হয়ে রবিঠাকুরের কবিতা-গান নিয়ে নাড়াচারা করে না। রবিঠাকুর তাই সে যুগে মধুগঞ্জে অচল।

ঠিক সেই কারণেই প্রকৃতির সৌন্দর্যাবোধ মধুগঞ্জে মদনভস্মের মত শহরের সবর্ত্র ছড়িয়ে পড়েছে। অর্থাৎ এখানকার লোক নববরষণে ময়ূরের মত পেখম তুলে নাচে না, আবার উত্তরের পাহাড় পেরিয়ে দলে দলে নবীন মেঘ এসে যখন শহরের (জেনের উপর আছার খেয়ে পড়ে তখও মানুষ সেখানে বর্ষার মধুর) দিকটা সম্বন্ধে অচেতন হতে পারে না, আর হবেই বা কী করে? প্রথম যেদিন মধুগঞ্জে কদম ফুল ফোটে সেদিন তার গন্ধে সমস্ত শহর ম-ম করতে থাকে। সে গন্ধে নেশা আছে-রায়বাহাদুর চক্রবর্তীর মত রসকষহীন মানুষেকেও দেখা যায় বেড়িয়ে বাড়ি ফেরার সময় একডাল কদম হাতে নিয়ে ফিরছেন।

কিন্তু পূর্ব-বাঙলা-আসামের সায়েবরা বর্ষাকালে প্রায় পাগল হয়ে যায়। বিশেষ করে যারা বাগানের ছোট ছোট টিলাতে নির্জন বাসে থাকতে বাধ্য হয়। পাঁচ মাইলের ভিতরে একটা ইংরেজ নেই যার সঙ্গে দুটি কথা বলতে পারে, দিনের পর দিন অনবরত বৃষ্টি, রাস্তা-ঘাট জলে-জোয়ারে ভেসে গিয়েছে, ক্লাবে যাবার কথাই ওঠে না। শেষ পর্যন্ত গ্রামোফোন বাজানো পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। হিসেব নিয়ে দেখা গিয়েছে বেশীর ভাগ সায়েবরাই এই সময় দেশী রমণী গ্রহণ করে। কেউ কেউ ম্যালেরিয়ায় তাদের শুশ্রূষা লাভ করে সেরে উঠার পর, আর কেউ কেউ একটানা নির্জনবাসের ফলে হন্যে হয়ে গিয়ে।

ও-রেলির মাথার ইস্ক্রুপগুলো জোর টাইট করে বাসানো। বর্ষা তাকে কাবু করতে পারে না। তার উপর মেব্‌ল্‌ও পাশের চেয়ারে বসে।

তবু বোঝা গেল, এ বর্ষা ও-রেলিকে পর্যন্ত অনেকখানি ঘায়েল করে দিয়েছে। ও-রেলি মুষড়ে পড়েছে।

সাত

মাদামপুরের বড় সাহেব বললেন, 'এ কথাটা আমি কী করে বিশ্বাস করি বলো তো, পার্সি। মেব্‌ল্‌ মিশুকে হোক আর না-ই হোক, ওর মত ডিসেন্ট গার্ল আমি জীবনে অল্পই দেখেছি। কলেজ পর্যন্ত পড়েছে, উত্তম রুচি। সে কী করে অতখানি স্টুপ করবে? তুমি ছাড়া অন্য কেউ এ কথাটা বললে তার সঙ্গে আমার হাতাহাতি হয়ে যেত।'

বিষ্ণুছড়ার সায়েবের বয়স যদিও কম তবু এ অঞ্চলে তার খ্যাতি-প্রতিপত্তি বিচক্ষণ লোক হিসাবে। আর পরচর্চা, গুজোব রটানো থেকে তিনি থাকেন সব সময়েই দূরে এবং আশ্চর্য, যারা এ-সব জিনিসে কান দেয় না পাকা খবর তারাই পায় বেশী এবং আর সকলের আগে। বললেন, 'আমার কাছে এখনো সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু

`www.banglabook.com

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

তোমাকে তো বললুম, কিছুটা বিশ্বাস না করলে তোমার কাছে আমি কথাটা পাড়তুম না। অবশ্য একথাও আমি বলব, এ-সব জিনিস আমি শেষ পর্যন্ত অবিশ্বাস করারই চেষ্টা করি।'

'তোমার মেম, মীরপুরের মেম, এরা সব জানতে পেরেছে?'

"নিশ্চয় এখন পর্যন্ত না। শার্লট জানতে পারলে আমাকে রাত তিনটেয় জাগিয়ে খবরটা দিত এবং সঙ্গে সঙ্গে মীরপুর ছুটত এমিলিকে টেক্কা মারবার জন্য—অ্যাণ্ড ভাইস-ভার্সা। তবে খুব বেশী দিন গোপন থাকবে না। সত্যই হোক আর মিথ্যেই হোক যে-সব মেয়েরা মেব্‌লের রুচিশীল ব্যক্তিত্বের সামনে নিজেদের ছোট মনে করত তাদের জিভের লক্‌লকানি খুব শিগ্‌গিরই আরম্ভ হয়ে যাবে।"

সন্ধ্যের পর টেনিস লনের এক কোণে বসে দুই সায়েব অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে ভাবলেন। মধুগঞ্জ অঞ্চলের ইংরেজ কলোনির আসল সর্দার এঁরাই। বিষয়টি তাঁরা আলোচনা করেছিলেন সেই কর্তব্যবোধ থেকে—এ সম্বন্ধে তাঁরা কিছু করতে পারেন কি না।

শেষটায় মাদামপুর হুঙ্কার দিলেন, 'বয়, দো ব্রা পেগ্।'

খবর কিংবা গুজোব যাই হোক, ব্যাপারটা মারাত্মক—গড্ ড্যাম, সিরিয়স—মেব্‌ল্ নাকি নেটিভ বাটলারটার প্রতি অনুরক্ত!

ঐ মিশকালো, অষ্টপ্রহর মদে-মাতাল-রাঙা-চোখওলা হোঁতকা লোকটার প্রতি মেব্‌ল্ অনুরক্ত একথা কে বিশ্বাস করবে? একমাত্র 'স্ত্রীচরিত্র দেবতারাও জানে না' তত্ত্ব মানলে সব কিছুই বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু এই সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য স্ত্রী-নিন্দার সামনে দাঁড়িয়ে বরঞ্চ জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে যায় দেবতারা না হয় দেবীদের চরিত্র চিনতে পারেননি, তাই বলে পুরুষকেও তার স্ত্রী-জাত সম্বন্ধে এই অজ্ঞতা মেনে নিতে হবে এবং মেনে নিয়ে স্ত্রী-জাতকে অপমান এবং নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে লাঞ্ছনা করতে হবে?

কিন্তু এ-সব তো পরের কথা। প্রথমেই যেটা মনে আসে সেইটেই মাদামপুরের বড় সায়েব বিষ্ণুছড়াকে বললেন— 'হাতাহাতি হয়ে যেত'। তারপর হুড়হুড় করে মনে আসে একসঙ্গে দশটা প্রতিবাদ ; ও-রেলির মত সুপুরুষকে ছেড়ে? এক বৎসর যেতে না যেতে? ও-রেলির এতখানি আদর-যত্ন পেয়েও? ও-রেলি কি তবে জানে না?

ঠাণ্ডা-মাথা মাদামপুর বললেন, 'পার্সি, তবে কি তারা পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিয়েছে?'

বিষ্ণুছড়া একটুখানি ভেবে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু মেলামেশাটা বজায় রাখলেই তো মানুষের সন্দেহ হ'ত কম।'

মাদামপুর দুই ঢোকে ডবল হুইস্কি খতম করে বললেন, 'মাই গড, নেটিভরা জানতে পারলে লজ্জার সীমা থাকবে না। ওঃ!'

'তা ঠিক, তবে কি না জিনিসটা যখন চা-বাগিচার ভিতরে আগেও হয়েছে তখন—'

মাদামপুর বাধা দিয়ে বললেন, 'সে হয় শহর থেকে দূরে, বনের ভিতর, টিলার উপরে।'

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

'সে কথা ঠিক, কিন্তু পাদ্রী-টিলার বাচ্চারা কোথা থেকে আসে সে তত্ত্বও তো নেটিভদের অজানা নয়।'

মাদামপুর একটুখানি অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'সে তো সাধারণভাবে, যে রকম ধরো অনাথাশ্রম হয়ে। কিন্তু এখানে সে ব্যক্তিবিশেষ, সমাজ যাকে চেনে। তা আবার এ. এস. পি.র মেম! মাই গড! আমি ভাবতুম, পুরুষরা এ-সব ঢলাঢলিতে যতখানি নিচু হতে পারে, স্ত্রীলোকেরা ততখানি পারে না।'

দুজনেই উঠে দাঁড়ালেন। দেখা গেল বিষ্ণুছড়া আর মীরপুরের মেম আসছেন। সাপে-নেউলে গল্প করতে আসছেন এ জিনিস প্রাণিজগতে কখনোই দেখা যায় না। দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন এক লেঙ্গোটার ইয়ার—উহুঁ, এক ফ্রকের সই। অথচ এরা আসছেন ইনি ওঁকে ছোবল মারতে মারতে, উনি এঁকে কামড় দিতে দিতে। চোখ লাল না করে, দাঁত না খিঁচিয়ে, ফণা না বাগিয়ে ঝগড়া করতে পারে একমাত্র মানুষই—অবশ্য স্ত্রীলোকেরাই পায় মাইকেল ও-রেলি শীল্ড—পুরুষের কপালে কনসোলেশন প্রাইজ।

গুজোবটা ছড়াতে কত দিন লেগেছিল বলা শক্ত। গুজোবের স্বভাব হচ্ছে যে, প্রথম ধাক্কাতেই সে যদি কিছুটা সাহায্য না পায়, তবে কেমন যেন দড়কচ্চা মেরে যায়। ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে মাদামপুর আর বিষ্ণুছড়া যদি সেটার টুঁটি চেপে না ধরতেন, তবে কী হত বলা যায় না ; এ স্থলে গুজোবটাকে ফের চাঙ্গা হয়ে ছড়িয়ে পড়তে বেশ একটুখানি সময় লেগেছিল।

মধুগঞ্জে 'আণ্ডা-ঘরে' গুজোব-মাত্রেরই জন্মমৃত্যু জরা-যৌবনের বেশ একটা সুনির্দিষ্ট ঠিকুজি আছে। গুজোবের জননী যদি মীরপুরের ছোট মেম হন, তবে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। অবশ্য জানা কথা, বিষ্ণুছড়ার বড় মেম তখন আঁতুড়ঘরেই বাচ্চাটাকে নুন খাইয়ে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেন এবং আরো জানা কথা, বেশীর ভাগ স্থলেই বাচ্চা ঘোঁত-ঘোঁত করে নুনটা খেয়ে ফেলে দিব্য ট্যা-ট্যা করে দুধের জন্য আপন ক্ষুধা জানিয়ে দেয়। তার কারণ বিষ্ণুছড়ার বড় মেম পাঁঠা কাটতে চান তার পদ-মর্যাদার ভার দিয়ে—তিনি বড় মেম, মীরপুর ছোট মেম—আর মীরপুর কাটে ধার দিয়ে। তার উপর ক্লাবে ছোট মেমদের সংখ্যা বেশী, কাজেই তারা সদলবল সায় দেয় মীরপুরের কথায় কথায়—হায়, কর্লমার্কস্ যদি আণ্ডা-ঘরে একটা ঢুঁ মেরে যেতেন, তবে তিনি 'পতি বুর্জুয়ারী' আর 'অৎ বুর্জুয়াজীর' আড়াআড়ি সম্বন্ধে কত তত্ত্বকথা না রপ্ত করে যেতে পারতেন।

আবার বিষ্ণুছড়া যদি কোনো গুজোবের 'গড্‌মাদার' হন তবে সে বেচারীকে ষষ্ঠী-পুজোর দিন পর্যন্ত বাঁচতে হয় না।

মেব্‌লের সৌভাগ্য বলতে হবে যে, তার সম্বন্ধে গুজোবটা বিষ্ণুছড়া ক্লাবে বাপ্তিস্ম করেছিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই মীরপুর বললেন, এ গুজোব তাঁর কানে এসেছে বহুদিন হ'ল। তিনি এটা একদম বিশ্বেস করেননি। ও-রেলি বিপ্লবীদের পিছনে লেগেছে বলে নেটিভরা হিংসেয় এইসব আজগুবি যাচ্ছেতাই কেচ্ছা রটাচ্ছে।

অনেকক্ষণ ধরে কথা-কাটাকাটি হয়েছিল। সে ময়না তদন্তে মেব্‌লের গোপনতম অস্ত্রবস্ত্রের সাইজ, রঙ কিছুই বাদ পড়ল না। সেদিন কিন্তু আরেকটু হলে মীরপুরই লড়াইয়ে হেরে যেতেন, কারণ দেখা গেল মেব্‌লের সৌন্দর্যে হিংসুটে খাটাসমুখোগুলো

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

পাইকারি হিসেবে জুটেছে বিষ্ণুছড়ার পিছনে। আরেকটু হলে মীরপুরকে রণে ভঙ্গ দিতে হ'ত, কিন্তু অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তার ফিফ্‌থ কলাম জুটে গেল, বিষ্ণুছড়ার বড় সায়েবের সাহায্যে।

এ-সব কেলেঙ্কারি-কোঁদল মেমেরা করে সায়েবদের বাদ দিয়ে। আজকের আলোচনা কিন্তু এতই তপ্ত-গরম হয়ে উঠেছিল যে, বিষ্ণুছড়ার বড় সায়েব যে কখন এসে একপাশে দাঁড়িয়েছেন কেউ লক্ষ্য করেনি।

হঠাৎ এক সময় তাঁর স্ত্রীর কথা কেটে দিয়ে বললেন, শার্লট, তুমি যে কথা বলছ সেটা কি খুব রুচিসঙ্গত?'

তারপর আর পাঁচজনের একটুখানি বাও করে, 'আপনারা আমাকে মাফ করবেন", বলে আস্তে আস্তে বাইরে চলে গেলেন।

সবাই থ। একে অন্যের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বরঞ্চ বিষ্ণুছড়া তার খাণ্ডার মেমের কথার প্রতিবাদ না করে কোট-পাতলুন ফেলে দিয়ে আণ্ডাখেলার টেবিলের উপর ধেই-ধেই করে নেচে নেচে ধর্মসঙ্গীত গাইতে আরম্ভ করতেন তবু আণ্ডা-ঘর এতখানি আশ্চর্য হ'ত না, কারণ এ অঞ্চলে সবাই জানে, বিষ্ণুছড়া তাঁর মেমকে ডরান কুলীদের স্ট্রাইকের চেয়েও বেশী। তাঁর যে এতখানি দুঃসাহস হতে পারে সেকথা সম্পূর্ণ কল্পনাতীত। সবাই থ। না, থ নয়—একেবারে দ, ধ, দন্ত্য ন—বর্ণমালার শেষ হরফ পর্যন্ত।

সম্বিতে ফেরার পর মীরপুরের ছোট মেম ফিসফিস করে এস. ডি. ও'র মেমকে বললেন, নিশ্চয়ই এক জ্বালা হুইস্কি খেয়েছে, বাঘের চর্বির সঙ্গে ককটেল বানিয়ে।'

এস. ডি. ও'র মেমের সরসিকারূপে খ্যাতি ছিল। ক্লাব থেকে বেরতে বেরতে বললেন, 'হ্যাঁ, একটা ছবিতে দেখছিলুম, হুইস্কির পিপে থেকে ছ্যাঁদা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা হুইস্কি চুইয়ে বেরচ্ছে। এক ইঁদুরছানা সেইটে চুকচুক করে চুষে হয়ে গিয়েছে বেহেড মাতাল। লাফ দিয়ে পিপের উপর উঠে আস্তিন গুটিয়ে চিৎকার করে বলছে, 'ঐ ড্যাম্ ক্যাট্‌টা গেল কোথায়? নিয়ে এসো এইখানে—আমি ব্যাটার সঙ্গে লড়ব।'

মীরপুর বললেন, 'ভালো গল্প ; টম্‌কে বলতে হবে। আপিসের কাউকে ডিসমিস করতে হলে সেই সাত-ছটার সময় হুইস্কি খেয়ে আপিস যায়।'

এস. ডি. ও-মেম বললেন, 'আজ রাত্রে বেচারী পার্সির ডিনার জুটবে না। ওকে 'পট-লাকে' নেমন্তন্ন করলে হয় না?' হঠাৎ কথা বন্ধ করে বললেন, 'ঐ দেখো, পার্সিকে ফেলে বেটি মোটর হাঁকিয়ে বাড়ি রওয়ানা হয়েছে। এই বয়সে পার্সি বেচারীর কী করে টাক হ'ল বুঝতে কষ্ট হয় না। তালুতে যে কুল্লে আড়াইখানা চুল আছে সেগুলোও আজ রাত্রে ছেঁড়া যাবে।'

মীরপুর ততক্ষণে আপন ভাবনায় ডুব দিয়েছেন। গুজোবটা তিনি বিশ্বাস করেননি। কিন্তু এই যে বিষ্ণুপুরের বড় সায়েব জিনিসটাকে এত সীরিয়াসলি নিলে যে, মেমকে পর্যন্ত ধমকে দিলে—তবে কি?—কে জানে?

'গুড্ নাইট।'

'গুড্ নাইট।'

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

sohell.kazi@gmai.com

আট

বিষ্ণুছড়া আণ্ডা-ঘরে গুজোবটার উপর যে বম্-শেল ফাটিয়েছিলেন তার ধুঁয়ো কাটতে কাটতে কেটে গেল পুরো তিনটি মাস। তাঁর সাহসকে পুরস্কার দেবার জন্যই বোধ করি গুজোবটাকে মৃতের প্রতি সম্মান দেখানো হ'ল—সায়েবের উপর চটে গিয়ে বিষ্ণুছড়ার মেমও হপ্তা তিনেক ক্লাবে হাজিরা দেননি—ও নিয়ে বহুদিন ক্লাবে আর কোনো আলোচনা হ'ল না। আর যত বড় রগরগে খবর কিংবা পরনিন্দা, পরচর্চাই হোক মানুষ এক জিনিস নিয়ে বেশীদিন লেগে থাকতে পারে না। পারলে কোনো ছেলেই পরীক্ষায় ফেল হ'ত না, কোনো অবিষ্কারই অনাবিষ্কৃত হয়ে থাকত না। ইংরেজিতে এই মনোবৃত্তিরই নাম, 'গ্রাসহপার মাইণ্ড', প্রতি মুহূর্তে হেথায় লম্ফ, হোথায় ঝম্ফ। ইতিমধ্যে আবার লাকাউড়া বাগিচায় একটা খুন হয়ে গেল। কলি-সর্দরের ডপকা বউ— 'মিস্ লাকাউড়া— ডিস্পেনসারির কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে ইয়ার্কি-ফাজলামো করছিল বলে সে তার গলাটি কেটে গামছায় বেঁধে থানায় নিয়ে গিয়ে স্বহস্তে পেশ করেছে। পথে পড়ে চ্যাঙের খাল, তার সাঁকোতে এক-এক পয়সা করে 'পোল্' ট্যাক্স দিতে হয়। সর্দারকে বাধা দিতে সে বললে, সরকারী কাজে থানায় যাচ্ছে, তার ট্যাক্সো লাগবে না।

'কি সরকারী কাজ?'

সর্দার গামছা খুলে মুণ্ডুটা দেখালে। সবাই নাকি দেখামাত্র পরিত্রাহি চিৎকার করে চুঙ্গীঘরের দরজায় হুড়কো মেরে জানলা দিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'তুই শিগ্‌গির যা, তোর ট্যাক্সো লাগবে না, এ সত্যই বড্ড জরুরী সরকারী কাজ।'

সর্দার নাকি এদের ভয় দেখে একটুখানি তাজ্জব বনে গিয়েছিল। ধীরে সুস্থে মুণ্ডুটা ফের গামছায় বেঁধে হেলে দুলে থানার দিকে রওয়ানা দিয়েছিল।

ম্যাজিস্ট্রেট মরতুজা সাহেবের এজলাসে যখন সর্দার দাঁড়ালে তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই মেয়েটাকে খুন করতে গেলি কেন?'

সর্দার বললে, 'করবা না? বেটি আমাকে বললে, 'দেখো সর্দার, আমার উপর তুই যদি চটে গিয়ে থাকিস তবে আর কোনো মেয়েছেলেকে নে না, এই দুনিয়াতে আমিই তো একহ্-ই-ঠো লড়কী নই। আর তোকে যদি আমার ভালো না লাগে তবে তুইও তো একহ্-ই-ঠো মর্দ নস ; তুই বেছে নে তোর-টা, আমি বেছেনি হামার-ঠো।' ঐসী বেতমীজ? হারামজাদী আমার মুখের উপর এইরকম বেশরম বাত বললে। তাকে খুন করে আমি সরকারী কাম করেছি, হুজুর। আমাকে এরা বেহক্ হাজতে পুরে রেখেছে, আপনিই বলুন হুজুর।'

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

ম্যাজিস্ট্রেট সর্দারকে দায়রায় সোপর্দ করার সময় সরকারী উকিলের দিকে তাকিয়ে ইংরিজিতে বললেন, 'দেয়ার ইজ এ লট্ অব ট্রুথ ইন ওয়াট দি গার্ল সেড। ঐ খাঁটি কথাটি মেনে নিলে পৃথিবীতে খুনের সংখ্যা অনেক কমে যেত।'

এই নিয়ে ক্লাব মেতে রইল খুনের খবর পৌঁছানোর থেকে সর্দারকে চোদ্দ বছর জেল পর্যন্ত। তারপর এই লাকাউড়া বাগিচার ছোট সায়েব করলে আত্মহত্যা। কেন করল তার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। কেউ বললে, দেশে যে মেম সায়েবের সঙ্গে তার বিয়ের কথা পাকাপাকি ছিল সে নাকি আর কোরো সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছে, কেউ বলে, সায়েব যে এদিকে এক কুলি-রমণীর কৃষ্ণালিঙ্গনে চব্বিশ ঘণ্টা চুর হয়ে থাকত সেই খবর শুনে সে রমণী অন্য পুরুষ খুঁজে নিয়েছে, কেউ বললে, তিনমাস-ব্যাপী ঝাড়া বাদলের ঠেলায় টিলার নির্জন বাসে খেপে গিয়ে মদ ধরে—তাও আবার কুলীদের ধান্যেশ্বরী—তারপর দিবা-রাত্তিরেও সে মদের নেশায় ছ-ঠ্যাঙওলা বাঘের দিকে সে অনবরত গুলী ছুঁড়তে থাকে, শেষটায় বাঘ নাকি তার মাথার ভিতর ঢুকে যায়, চিৎকার করে সেই ফরিয়াদ জানাতে জানাতে একদিন সেই বাঘকে আপন কানের ভিতর দিয়ে পিস্তলের গুলী চালিয়ে খুন করে।

ততদিন ও-রেলিদের কথা প্রায় সবাই ভুলে গিয়েছে। ক্লাব যখন গুজোবের তাড়িতে মত্ত তখন ও-রেলির বংশধর জন্মের খবর পৌঁছল পানসে শরবতের মতো। কেউ সামান্য চাখলে,অর্থাৎ জিজ্ঞেস করলে, তাই নাকি, কবে হ'ল? কেউ সামান্য ভুরু কোঁচকালে। মুরুব্বিরা বললেন, ভালোই হয়েছে, বাচ্চাই অনেক সময় বাপ-মায়ের মাঝে সেতু হয়ে দুজনাকে এক করে দেয়।'

শুধু বিষ্ণুছড়ার মেম বাঁকা হাসি হেসেছিলেন।

'সে হাসির অর্থ, বলা কিছু শক্ত, কারণ এটা ব্যক্ত'—দু' জাহজের মাঝখানে তক্তা পেতে যেমন এ-জাহাজে ও-জাহাজে জোড়া লাগানো যায় ঠিক তেমনি ঐ তক্তা তুলে ধাক্কা মেরে দু' নৌকার মাঝখানের দূরত্ব বাড়িয়েও দেওয়া যায়।

পয়লা বাচ্চার ব্যপ্তিস্ম করার সময় ক্যাথলিকরা ধুমধড়াক্কা করে বাঙালী ঠাকুরদার পয়লা নাতির অন্নপ্রাশনের চেয়েও বেশী। মেব্‌ল্ কিন্তু সব-কিছু সারাতে চেয়েছিল সাদামাটাভাবে। ও-রেলি দেখা গেল ঠাকুরদা গোত্রের। সে চায় পালা পরব করতে। ওদিকে পাদ্রী জোনস্ সাহেব প্রটেস্টানট্—তিনি ক্যাথলিকের বাচ্চাকে বাপ্তিস্ম করবেন কী করে? এ যেন পাঁড় বোষ্টমের ছেলেকে শাক্ত দিচ্ছে মন্ত্রদীক্ষা—শ্মশানে মড়ার উপর মুখোমুখি বসে মড়ার খুলিতে কারণ-ভর্তি-হাতে! ও-রেলি কিন্তু জোনস্‌কেই অনুরোধ করলে বাপ্তিস্মের তাবৎ ব্যবস্থা করতে।

গড্-ফাদার অর্থাৎ ধর্মপিতার অভাব মধুগঞ্জে হত না। মাদামপুরের বড় সায়েব, ডি. এম. যে-কেউ আনন্দের সঙ্গে রাজী হতেন, 'পুয়োর ডেভিল—বেচারা—একলা-একলি মনমরা হয়ে থাকে, ঔটুকুতে যদি সে খুশি হয় তবে হোয়াই নট্—নিশ্চয়ই—অফ কোর্স—অবশ্যি, অতি অবশ্যি।' কিন্তু ওদিকে দেখা গেল, ও-রেলি পাঁড় ক্যাথলিক ক্যাথলিক বাচ্চার গড-ফাদার হবে প্রটেস্টানট্। মন্ত্র যে খুশি পড়াক, বাপ্তিস্ম যে খুশি

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

করুক সে তো পাঁচ মিনিটের ব্যাপার ; কিন্তু ধর্মবাপ তামাম জীবনের। সেখানে প্রটেস্টানট্ হলে চলবে কেন? কলমা যে খুশি পড়াক কিন্তু মুরশীদ ধরার সময় দেখে-বেছে নিতে হয়।

ও-রেলি পরিবার বাদ দিলে মধুগঞ্জে আছে মাত্র একজন ক্যাথলিক—বাটলার জয়সূর্য। ও-রেলিদের মতই একেবারে খাঁটি। ও-রেলি বললে, সেই হবে ধর্মবাপ। শুনে পাদ্রী সায়েব পর্যন্ত অনেক 'যদি' অনেক 'কিন্তু' অনেক 'ইউ নো হোয়াট আই মীন' অনকে 'বাট অফ কোর্স' বলে ইতি-উতি করে মৃদু আপত্তি জানিয়েছিলেন, এমনকি, কলকাতা থেকে তাঁর পরিচিত ভদ্র ক্যাথলিক আনাবার ব্যবস্থা করে দেবেন বলেছিলেন, কিন্তু, ও-রেলি একদম নেই-আঁকড়া,—বলে ধর্মের চোখে সব ক্যাথলিকই বরাবর—পোপ যা, জয়সূর্যও তা।

ও-রেলির কথার কোনো জমা-খরচ পাওয়া গেল না। বাপ্তিস্মের বেলায় সে দিলদরিয়া—হেরেটিক প্রটেস্টানট্ই সই অথচ ধর্মবাপের বেলা সে কট্টর—ক্যাথলিক না হলে জর্ডনের জল অশুদ্ধ হয়ে যাবে। তখন বিদেশী ঠাকুর ছেড়ে দেশের কুকুর'। ওদের ভাষায় বলতে হলে 'মাই রিলিজিয়ন রাইট অর রঙ, মাই মাদার—ড্রাঙ্ক অর সোবার।'

হ্যাঁ, 'ড্রাঙ অর সোবার' কথাটা ওঠাতে ভালোই হ'ল। জয়সূর্য পৃথিবীর আর পাঁচ লক্ষ বাটলারের মত অধিকাংশ সময়ই থাকে ড্রাঙ্ক আর সোবারের মাঝখানে। আর মোকা পেলেই গুত্তা খেয়ে ড্রাঙ্কের দিকেই কাত। অবশ্য তাকে গড-ফাদার হতে হবে শুনে তন্মুহূর্তেই বেচারার নেশা কেটে গিয়েছিল। গবেটের মত বিড়বিড় করে কী একটা বলতে গিয়ে খেল ও-রেলির ধমক আর কড়া তম্বি,—অন্তত পরবের দিনটায় যেন সাদা চোখে গির্জায় যায়।

সে এক বিচিত্র বাপ্তিস্ম। মেবল্ দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাতে অল্প অল্প কাঁপছে, ও-রেলি পাথরের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে, পাদ্রী সায়েব নার্ভাস, আর জয়সূর্য তার বরাবরের গির্জের পোশাক পরে বিহ্বলের মত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে সবাই ভাবলে, ব্যাটা আজ টেনে এসেছে।

একমাত্র সোমই ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছুর তদারক করলে। পাদ্রী-টিলার মেয়েদের বেশীর ভাগই জয়সূর্য জাতের—পরবের উৎকট দিকটা শুধু তাদেরই চোখে ধরা পড়ল না।

বাপ্তিস্মের পরই কিন্তু গির্জে থেকে বেরিয়ে জয়সূর্য না পাত্তা। সন্ধ্যের সময় সোম তাকে খুঁজে বের করল উজান গাঙের ঘাটে বাঁধা এক নৌকোর ভিতর। দু বোতল ধান্যেশ্বরী শেষ করে বুঁদ হয়ে বসে আছে।

সব খবরই আণ্ডা-ঘরে পৌছল।

বিষ্ণুছড়ার মেম বললেন, 'ডিসগ্রেসফুল!'

মাদামপুর তাঁর অন্তরঙ্গজনকে বললেন, 'থাক। এবার থেকে ওদের আর একদম ঘেঁটিও না। কাট্ দেম একদম ডেড। কী যে হল, কী যে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছিনে।'

দিশী কথায় বলে, ঐ বুঝলেই তো পাগল সারে।

`www.banglabook.com

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

sohell.kazi@gmai.com

নয়

মুসলমান শাস্ত্রে বর্ণনা আছে, লাশ গোর দিয়ে লোকজন চলে আসার পর গোরের ভিতর কী কাণ্ড-কারখানা হয়।

কুরানে স্পষ্ট বলা আছে, ইয়োম্-উল-কিয়ামত—অর্থাৎ প্রলয়ের দিন সবাইকে আল্লাতালার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তিনি তখন সকলের বিচার করে ধার্মিককে পাঠাবেন স্বর্গে আর পাপীকে নরকে। এখন প্রশ্ন, কিয়ামত কবে হবে তার তো কোনো হদিস পাওয়া যায় না. এই মুহূর্তেই হতে পারে আবার এক কোটি বৎসর পরেও হতে পারে—ততদিন অবধি গোরের ভিতর মরাদের কী গতি হয়?

কুরান নয়—অন্য শাস্ত্রে বলে,—গোর দিয়ে আত্মীয়স্বজন চল্লিশ পা চলে আসার পর দুই ফিরিস্তা—দেবদূত—গোরের ভিতর ঢুকে তাকে জিজ্ঞেস করেন, তার ইমান (ধর্মমত) কী? সে যদি খাঁটি মুসলমান হয় তবে তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে, 'আল্লা এক, আর মুহম্মদ (দঃ) তাঁহার প্রেরিত পুরুষ।' ফিরিস্তারা উত্তর শুনে খুশি হয়ে বলেন, 'তোমার ইমান ঠিক,কিন্তু এখনো তো কিয়ামতের কিছু দেরি আছে। ততক্ষণ অবধি এই নাও এক গাছা তসবী। আল্লার নাম স্মরণ করো।' তারপর শাস্ত্র বলে, লোকটি খুশি হয়ে তসবী হাতে নিতেই তার সুতোটি ছিঁড়ে গিয়ে তসবীর দানাগুলো কবরময় ছড়িয়ে পড়বে। সে তখন ব্যস্ত হয়ে দানাগুলো কুড়োতে না কুড়োতে দেখবে, কিয়ামতের শিঙে ফুঁকে উঠেছে—ছুটে গিয়ে আল্লার সামনে দাঁড়াবে আর সকলের সঙ্গে সারি বেঁধে।

আর যদি সে পাপাত্মা হয় তবে সে ইমান বলতে পারবে না। ফিরিস্ততারা তখন তাকে ধুনুরীরা যেমন তুলোর ভিতর যন্ত্র চালিয়ে দেয় ঠিক তেমনি তার সর্বসত্তা ছিন্নভিন্ন করে দেবেন—তুলোর মত সে বিশ্ব-ব্রাহ্মাণ্ডময় ছড়িয়ে পড়বে। আবার সব কটা টুকরো জুড়ে দিয়ে ফিরিস্তারা আবার ঐ প্রক্রিয়া চালাবেন। পাপীর মনে হবে, এ যন্ত্রণা যেন যুগ যুগ ধরে চলছে।

অথচ পুণ্যাত্মারা হয়তো মরেছিল কিয়ামতের এক লক্ষ বৎসর পূর্বে ; পাপাত্মা মরেছিল কিয়ামতের এক সেকেণ্ড আগে।

অর্থাৎ পুণ্যাত্মার বেলা আল্লা এক লক্ষ বৎসরকে তার চৈতন্যের ভিতর এক সেকেণ্ডে পরিণত করে দেবেন, আর পাপাত্মার বেলা এক সেকেণ্ডকে লক্ষাধিক বৎসরে।

আজকের দিনের ভাষায় তুলনা দিতে বলা যেতে পারে পুণ্যাত্মার বেলা যেন তিন মিনিটের রেকর্ডের গতিবেগ বাড়িয়ে এক সেকেণ্ডে বাজিয়ে দেওয়া হ'ল, পাপাত্মার বেলায় সেই রেকর্ডই বাজানো হল এক ঘণ্টা ধরে।

তাই বোধ হয়, হিন্দু পুরাণেও আছে, নরের এক লক্ষ বৎসরে ব্রহ্মার এক মুহূর্ত।

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

কিন্তু এ কি শুধু মৃত্যুর পরই? জীবিত অবস্থায়ও তো ঐ-ই। মিলনের শত বৎসর মনে হয় এক মুহূর্ত, আর 'ক্ষণেক আড়ালে বারেক দাড়ালে' মনে হয় 'লাখ লাখ যুগ' ধরে সে যেন কোন্ সুদূরে অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে।

'মোতির মালা' গল্পে তাই দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের দুঃখ-দুর্দৈবের বর্ণনা মোপাসাঁ দিয়েছেন দশ ছত্রে আর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত খুনীর তিনদিন মেয়াদের বর্ণনা দিয়েছেন য়্যুগো পুরো একখানা কেতাব লিখে।

বাপ্তিস্ম-পরবের পর চার বৎসর কেটে গিয়েছে। এ চার বৎসর মেব্‌ল্ ডেভিডের কেটেছে তসবীর দানা কুড়োতে কুড়োতে না তুলো-ধুনো হয়ে হয়ে তার খবর দেবে কে? কাজল-ধারা নদীর মত নিরবধি তাদের জীবনগতি সমুখ পানে ধেয়ে চলেছিল, না সামনের নীলপাথরী পাহাড়ের মত স্থাণু হয়ে পড়েছিল তাই বা বলবে কে? মধুগঞ্জ শুধু দেখল, যে বারান্দায় সায়েব আর মেম বসে থাকত, বাটলার রেকর্ডের পর রেকর্ড বদলে যেত সেখানে একটি চতুর্থ প্রাণী প্রথম দোলনায় শুয়ে তারপর পেরেম্বুলেটারে বসে এবং সর্বশেষে টলমল হয়ে হেঁটে হেঁটে বারন্দাটাকে চঞ্চল করে তুলত। যেখানে আর দুটি প্রাণী—জয়সূর্যকে ধরলে কখনো বা তিনটি—আপন আপন আসনে ধ্যানমগ্ন সেখানে এই নূতন প্রাণীটির আনাগোনার অন্ত নেই। কখনো সে মেব্‌লের কোলে মাথা গুঁজে দুটি খুদে হাত দিয়ে তার উরু জড়িয়ে ধরে, মেব্‌ল্ তার কালো চুলের ভিতর দিয়ে আঙুল চালিয়ে দেয়, কখনো সে ডেভিডের আস্তিন ধরে টানাটানি আরম্ভ করে, তখন সে তার দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আর কখনো বা জয়সূর্যের গলা জড়িয়ে ধরে তার-কাছ থেকে শেখা গান ধরত—

'ক্-ক্-ক্-কেটি, হুয়েন দি ম্-ম্-মুন শাইনশ্—'

একমাত্র ওরই জীবনে এখনো তসবী, ধুনুরী কেউই আসেনি। 'সময়' কী বস্তু সে এখনো বোঝেনি—টেকোর ভয় নেই উকুনের।

বাচ্চা প্যাট্রিকের চতুর্থ জন্মদিনে ও—রেলিরা স্থির করলে মেব্‌লবাচ্চাকে নিয়ে বিলেত চলে যাবে, সেখানে বাসা বেঁধে তার পড়াশোনার ব্যবস্থা করবে। মধুগঞ্জের ইস্কুল দিশীর কাছে অক্সফোর্ড-সম হতে পারে , কিন্তু সায়েবের বাচ্চা যদি সেখানে ট্যাশ উচ্চারণ শেখে তবেই চিত্তির। বড় হয়ে সে বাপ-মাকে প্রতি সন্ধ্যায় অভিসম্পাত না দিয়ে উইস্কি-সোডা স্পর্শ করবে না, সে যে ইয়োরেশিয়ান নয়, সেকথা বোঝাতে গিয়ে গলদঘর্ম হতে হবে,বোঝাবার মোকা না পেলে সেই ঘর্মে ডুবে মরতে হবে। টমাস কুক্, অ্যামেরিকান এক্সপ্রেস, আর দুনিয়ার যত জাহাজ কোম্পানীর ছবির বিজ্ঞাপন, চটি বই, জাহাজের টাইম-টেবিল ও—রেলির বারান্দা ভরতি হয়ে গেল। হিন্দিতে বলে.

'বাঘ কা ভাই বাঘেরা
কুদে পাঁচ তো কুদে তেরা'

'বাঘ যদি দেয় পাঁচ লম্ফ, তবে তার ভাই বাঘেরা মারে তেরাটা। 'বাঙলায় প্রবাদ 'ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে। অর্থাৎ যাত্রী যদি কোম্পানিকে লেখে,আমি লণ্ডন যাব, তবে তারা যে শুধু ঐ জাহাজেরই খবরওয়ালা চটি বইই পাঠায় তাই নয়,সঙ্গে পাঠায়

`www.banglabook.com

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

আরেক হন্দর 'পথিক-দিক্-দশন'-তাতে আছে নরওয়ের ফিয়োর্ডে যেতে হলে কোন্ জামাকাপড় অপরিহার্য, মধ্য আফ্রিকায় উট চড়তে হলে আগে-ভাগে ইনক্লোশন নিতে হয় কি না। ফলে এই পর্বতপ্রমাণ কাগজপত্রের মাঝখানে বিলাতগামী জাহাজের বিশল্যকরণী খুঁজে বের করা হনুমানের -অর্থাৎ সাধারণ মানুষের কর্ম নয়। ও-রেলি সেই অষ্টাদশ পুর্বে উদয়াস্ত ডুব মেরে পরে রইল।

সোম এসেছিল একদিন সরকারী কাজে। কাগজপত্রের ডাঁই দেখে শুধালে, 'স্যার, গুষ্টিসুদ্ধ নর্থপোলে চললেন নাকি? এর চেয়ে অল্প দলিল-দস্তাবেজ তো কিংবা শনিতে ভ্রমণ করে আসা যায়।'

ও-রেলি এক তাড়া কাগজ সোমের দিকে ছুঁড়ে ফেলে বললে, 'মঙ্গল—শনির কথা বলতে পারিনে, কিন্তু নর্থপোলে যেতে হলে এ-সবের দরকার হয় না। সেখানে যাবার জন্যে কোনো স্টীমার-সার্ভিস নেই। আস্ত জাহাজ চার্টার করতে হয়। সেখানে ঠিক তার উল্‌টো। কত সব অলটারনেটিভ দেখো। বোম্বাই থেকে জাহাজ ধরবে,না কলম্ব থেকে কিংবা মাদ্রাজ থেকে? পি, এণ্ড. ও. নেবে না মার্কিন জাহাজ, না জর্মন? ফরাসীও নিতে পারো—জাহাজগুলো বড্ড নোংরা কিন্তু রান্না ভারী চমৎকার। তুমি কি একটা প্রবাদ বলো না, দি ডোম ইজ্ ব্ল্যাইণ্ড ইন দি ব্যাম্বু-জাঙ্গল? আমার হয়েছে তাই।'

বহুকাল পরে সায়েবের তাজা-দিল দেখে সোম খুশি হ'ল। বললে, 'তাহলে সায়েব, অদ্য ভক্ষ্য ধনুগুর্ণ-ইট্‌দি বো ষ্টিং টুডে-অর্থাৎ সবচেয়ে সস্তা জাহাজ নিলেই হয়।'

ও-রেলি বললে, 'দেখো সোম, আমাকে আর ধাপ্পা দেবার চেষ্টা করো না। গোড়ার দিকে কিছু জানতুম না বলে তুমি তোমার আপন মাল গুড্ ওল্ড ইণ্ডিয়ান উইজডম্ বলে পাচার করেছ বিস্তর। এখন আর সেটি চলছে না। আমার পনচা-টাণ্ট্রা, হিটোপ্‌ডেস পড়া হয়ে গিয়েছে। ধনুর ছিলে খেতে গিয়ে তোমারই শেয়ালের কী হয়েছিল মনে আছে?'

সোম ইস্কুলের ছেলেদের ভঙ্গীতে তড়াক করে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'খুব মনে আছে,স্যার। ছিলে ছিঁড়ে গিয়েছিল। তা যাবে না? আপনারই তো বলেন, 'ডিম না ভেঙ্গে মমলেট বানানো যায় না।'

ও-রেলি বললে ,'ডিম দিয়ে মামলেড্ কী করে হয় হে? মামলেড তো হয় কমলালেবুর খোসা দিয়ে।'

'আজ্ঞে মামলেড নয়,মমলেট?'

'ও! অমলেট!'

'আজ্ঞে না। অমলেট হয় বিলেতে, বিলিতি ডিম দিয়ে। দিশী ডিম হয় মমলেট। তা যখন মামলেড, মমলেটের কথাই উঠল, ওসব তৈরী করেন মেয়েরা। জাহাজ বাছাইয়ের ভার মেমসাহেবের হাতে ছেড়ে দিলে হয় না?

ও-রেলির 'হুঃ' বীণাবাদ্যের মাঝখানে প্যাঁচার কণ্ঠের মত শোনাল। সোম বুঝলে, কোঁচো খুঁড়তে গিয়ে টোঁড়া বেরিয়েছে। এইখানেই থামা উচিত, না হলে হয়তো কেউটে বেরুবে। কিন্তু হঠাৎ থেমে গিয়ে বিদায় নিলে সেটা হবে আরো বেতালা। একটুখানি ইতি-উতি করে শুধালে, 'আপনি পোর্টে ওদের সী অফ,করতে যাচ্ছেন তো?

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

ও-রেলি বললে,'না'

তারপর একটু ভেবে নিয়ে, জিজ্ঞেস না করা সত্ত্বেও বললে, 'বাটলার পৌঁচে দিয়ে সেখান থেকে সে দেশে যাবে। অনেককাল ছুটি নেয়নি বলছিল।

কণ্ঠে কিন্তু বিরক্তির সুর।

সোম না হয়ে আর কোনো নেটিভ হলে ভাবত, এই সাদা-মুখ-গুলোর মতিগতি বোঝা ভার,কিন্তু সোম মেলা ইংরেজ চরিয়েছে। সে অত সহজ সমাধানে সন্তুষ্ট নয়। বড় ভারী মন নিয়ে সোম বাড়ি ফিরল। ও-রেলিকে সে সত্যই ভালোবেসে ফেলেছিল।

'সোনমুগ সরু চাল সুপারি ও পান
ও হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই-চারিখানা
গুড়ের পাটালি কিছু ঝুনা নারিকেল,
দুই ভাণ্ড ভালো রাই-সরিষার তেল-'

এই সব পর্বত প্রমাণ মালপত্র নিয়ে আমারা সফরে বেরই,আর সায়েবরা কি রকম মাত্র একটি সুটকেস হাতে নিয়েই গটমট করে গাড়িতে উঠে,তাই দেখে বাঙালীর ভারি ঈর্ষা হয়।. কিন্তু ঐ সুটকেসটির ভিতরকার মালপত্র তৈরি করতে গিয়ে সায়েবদেরও হিমসিম খেতে হয়। মোকামে পৌঁছনোর পর বাঙালী যদি দেখে ধুতির অনটন তাহলে সে কারো কাছ থেকে ও জিনিসটে ধার নিয়ে পরতে পায়- এমনকি কুর্তাতেও খুব বেশী আটকায় না-কিন্তু সায়েবরা কোট-পাতলুন ধার নিয়ে পরতে পারে না, ফিট হ'ল কিনা সেটা মারাত্মক প্রশ্ন।

মেবল্‌কে তাই বাচ্চার কাপড়-জামা তৈরি করাতে বেশ বেগ পেতে হ'ল। ভূমধ্যসাগর অবধি আবহাওয়া গরম, মধুগঞ্জের জামা-কাপড়েই চলবে।কিন্তু তারপরের জন্য যে গরম জিনিসের প্রয়োজন সেতো মধুগঞ্জে পাওয়া যায় না। তাই ফ্লানের, সার্জ, টুইড আনাতে হ'ল শিলঙ থেকে,আর আনাতে হ'ল শহরের বুড়ো খলিফাকে। তাই নিয়ে পড়ে রইল মেবল দিনের পর দিন, আর ও-রেলি-সুটকেস-হ্যাটকেসে সাঁটতে লাগল জাহাজের লেবেল। যে বাক্স যাবে কেবিনে তার এক রঙ, এবং যেটা যাবে স্টোররুমে তর অন্য রঙ এবং যেটা হাতে থাকবে তার জন্য কোনো লেবেলের প্রয়োজন নেই। এই রামধনুর রঙের প্যাঁচ ও-রেলি তো একবার মতিচ্ছন্ন হয়ে বাচ্চার পিঠে লেবেল লাগিয়েছিল আর কি।

বিদায়ের আগের সন্ধ্যায় জিনিসপত্র-ফিটফাট ছিমছাম হ'ল পরদিন ভোর ছ-টায় ও-রেলি মোটর হাঁকিয়ে সবাইকে কুড়ি মাইল দূরে স্টেশনে পৌঁছিয়ে দেবে। চাকর-বাকরদের বললে তারা যেন বাড়ি গিয়ে তাড়াতারি শুয়ে পড়ে,কারণ পরদিন ভোরবেলা এসে মালপত্র ওঠাতে তাদের সাহায্যের প্রয়োজন। কম্পাউণ্ডে রইল শুধু বাটলার-অন্য চাকর-বাকরদের সেখানে রাত্রিবাসের কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

পরদিন ভোরের দিকে বৃষ্টি হ'ল। চাকর-বাকররা কোনোগতিকে ছ'টায় বাঙলো পৌঁছে দেখে সবাই চলেছে-গারাজ খালি, বাড়ি তালাবন্ধ। ও রেলি সায়েবের সব কিছু তড়িঘড়ি ঝটপট, কাঁটায় কাঁটায়। চাকররা আন্দাজ করলে সামান্য পাচ মিনিট দেরিতে আসার জন্য তাদের একটু খানি বকুনি খেতে হবে।

`www.banglabook.com

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

সায়েব ফিরল বেশ বেলা গড়িয়ে যাবার পর। আরদালি আসমৎউল্লা সায়েবের জন্য দুখানা কাটলিস আর আলুসেদ্ধ করে রেখেছিল, কিন্তু সে কিছু না খেয়ে সোজা দোতলায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

সব-কিছু শুনে রায়বাহাদুর কাশীশ্বর চক্রবর্তী বললেন, 'আহা, বেচারা, এবারে একদম একা পড়ে গেল।'

তাঁর জুনিয়ার তালেবুর রহমান বলেছেন, 'আমি ভাবছি অন্য কথা। বাচ্চাটা বিলেত গেল বাঘ হয়ে ফিরে আসবার জন্য। তখন লাগাবে নেটিভদের উপর জোর ডাণ্ডা। এ-মুল্লুকে থাকলে তাদের তরে দরদী হয়ে যেত, ছাতির খুন ঠাণ্ডা আর দিলও মোলায়েম মেরে যেত।'

রায়বাহাদুর বললেন, 'সে কী কথা! ও-রেলির মত ভদ্রালোকের ছেলে কি কখনো বৈরীভাব নিতে পারে? কী বলো সোম?' সোম বললে, 'আপনার ছেলের বিলেত যাওয়ার কী হ'ল?

রায়বাহাদুর বললেন, 'জানেন ব্রাহ্মণী।'

তালেবুর রহমান বললেন, 'সোম ভাবে সে একটা মস্ত ঘড়েল।'

ক্লাবে হ'ল অন্য প্রতিক্রিয়া। প্রায় সবাই বললে, 'গেছে গেছে, আপদ গেছে। কেলেঙ্কারিটা তো চাপা পড়ল। এখন ক্লাবের ছেলে ও-রেলি ক্লাবে ফিরে এলেই হয়।'

কিন্তু আরেকটি বৎসর কেটে গেল। ও-রেলি ক্লাবে এল না।

দশ

বাড়ির সামনের জ্যোতিষ্মান এবং অন্ধকারে মানুষের তৃতীয় চক্ষুস্বরূপ ল্যাম্প-পোস্ট সম্বন্ধেই যখন সে দুদিন বাদেই অচেতন হয়ে যায়, তখন অদৃশ্য ও-রেলিকে ক্লাব যে ভুলে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে। কিন্তু যেদিন খবর এল ও-রেলি মধুগঞ্জ থেকে বদলি হয়ে গিয়েছে, সেদিন ক্লাবে তাঁর সম্বন্ধে আর-এক প্রস্ত আলোচনা করে নিলে।

মাদামপুর আর বিষ্ণুছড়াই প্রথম খবর পেলেন ডি, এম-এর কাছ থেকে।

মাদামপুর বললেন,'ভালই হ'ল। যাচ্ছে কক্‌সবাজার না কোথায়, সেখানে কেলেঙ্কারিটা হয়ত পৌঁছয়নি এবং পৌঁছলেও সেটা বাসি হয়ে গিয়েছে। ওখানে গিয়ে হয়তো পুয়োর ডেভিল আবার নর্মাল লাইফে ফিরে আসতে পারবে। আমি সত্যি তাকে বড্ড মিস করতুম।'

বিষ্ণুছড়া চুপ করে রইলেন,ভালো মন্দ কিছু বললেন না।

মাদামপুর শুধালেন, 'কী হে, চুপ করে রইলে যে? হুইস্কি চড়েছে নাকি?'

`www.banglabook.com

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

বিষ্ণুছড়া বললেন, 'সাতটা ছোটায়? আই লাইক দ্যাট-আপনিও যেমন!?' তারপর মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে খাড়া হয়ে বসে বললেন,'আমি সে কথা ভাবছিনে। আমার কানে এসে সেদিন পৌঁছল, মেব্‌ল্‌রা নাকি আদপেই ইংলণ্ড পৌঁছয়নি।'

মাদামপুর বললেন, 'আমিও শুনেছি, কিন্তু তারা পৌঁছল কি না তার খবর দেবে কে? মেব্‌লের সঙ্গে ক্লাবের কারো তো এমন দহরম-মহরম ছিল না যে, বন্দর বন্দর থেকে পিকচার-পোস্ট-কার্ড পাঠাবে আর লণ্ডন-পৌঁছে কেবল। মোকামে পৌঁছে প্রতি মেলে স্কার্ফ, সুয়েটার আর গরম মোজা, প্যোর স্কটিশ উলে তৈরী। হোম মেড!

বিষ্ণুছড়া বুঝলেন, সায়েবের একটু চড়েছে-বয়স হয়েছে কি না, আল্পেই একটু কেমন যেন হয়ে যান-না হলে স্কার্ফ, সুয়েটারের কথা বলবেন কেন? ও বস্তু মধুগঞ্জে পরবে কে? সাদা চোখে এ ভুলটা করতেন না, হয়তো বলতেন টিটের বেকন, সার্ডিন। চেপে গিয়ে বললেন, কলকাতার ও শী-র সঙ্গে নর্থ ক্লাবে দেখা হয়েছিল, সে বললে, মেব্‌ল্‌ আর তার বাচ্চাকে সে মাস তিনেক আগে দেখেছে মসুরিতে, সঙ্গে ও-রেলি। তোমার মনে আছে কিনা জানিনে, ও-রেলি তখন ছুটি নিয়ে মসুরি গিয়েছিল।

এবারে মাদামপুর হা হা করে হেসে উঠলেন, 'কে বলেছে'? ও শী ? কটা মেব্‌ল আর কটা ডেভিড দেখিছিল জিজ্ঞেস করেনি ? ওতো সকালে খায় কড়া হর্স-নেক, দুপুরে জিন, সন্ধ্যায় রম্‌ আর রাত্রে হুইস্কি। সন্ধ্যায় দেখে থাকলে নিশ্চই দুটো ,আর রাত্রে দেখে থাকলে চারটে ও-রেলি দেখেছে কটা মসুরি দেখেছে সেকথা জিজ্ঞেস করেছিলে কি?

বিষ্ণুছড়া বুঝলেন, এখন আর কথা-কাটাকাটি করে কোনো লাভ নেই। তাই বললেন, 'সোমও বলছিল মেব্‌ল্‌রা লণ্ডনে আছে।'

মাদামপুর আশ্চর্য হয়ে শুধালেন,'সোম বললে? আশ্চর্য!' ওতো কখনো কোনো খবর কাউকে দেয় না। মধুগঞ্জের বানান জিজ্ঞেস করলে ভাবখানা করে যেন সরকারী টপ সিক্রেট। আমি তাকে একদিন বলেছিলুম, 'ফাইন ওয়েদার, সোম' মুখখানা করলে যেন আলীপুরের আবহাওয়া দফতর থেকে রির্পোট না এলে সে ঐ একসট্রি মলি কনফিডিয়েনশেল খবর কমফার্ম করতে প্রস্তুত নয়। তাই বলছি সোম যখন বলেছে তখন ওটা বাইবেল-বাক্য।'

কিন্তু বিষ্ণুছড়ারই ভুল। হঠাৎ চেয়ারখানা তার কাছে টেনে এনে মাদামপুর একটুখানি সামনের দিকে ঝুঁকে নিচু গলায় অত্যন্ত সাদা গলায় গম্ভীরভাবে বললেন, 'কোথায় আছে, কোথায় নেই, ওসব খোঁচাখুঁচি করতে গেলে আবার সেই ধামা-চাপা ডার্টি লিনেন বেড়িয়ে পড়বে। তাতে ইয়োরোপীয়ন কমিউনিটির কী লাভ? বরঞ্চ ক্ষতিরই সম্ভাবনা। নো নিউজই যদি হয়, তবে জান তো প্রবাদ, 'নো নিউজ ইজ গুড নিউজ।' বিষ্ণুছড়া অভয় পেয়ে বললেন, 'বিশেষ করে সোমের কথাই পাকি খবর। কিন্তু ও-রেলিকে একটি বিদায়ভোজ দিতে হবেনা। ক্লাবে আসুক আর না-ই আসুক, চাঁদা তো ঠিক ঠিক দিয়ে গিয়েছে, এমন কি টেনিসের এস্ট্রাও। চ্যারিটি-ফ্যারিটির পয়সায়ও কামাই দেয়নি।'

`www.banglabook.com

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

মাদামপুর বললেন, 'সাউণ্ড করে দেখতে পার। কিন্তু আসবে কি।'

এ সম্বন্ধে মাদামপুর এবং বিষ্ণুছড়ার মনে সন্দেহ জাগা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ও-রেলি আসতে রাজি হ'ল। তবে ইঙ্গিত করলে যে, ডিনারের বদলে মামুলি টি-পার্টি হলেই ভালো হয়। ক্লাব রাজী হ'ল।

ক্লাবের প্রায় সবাই সেদিন হাজিরা দিলেন। ও-রেলি সঙ্গে নিয়ে এল তার বদলী সমরসেট ডীনকে। চটপটে ছোকরা, সমস্তক্ষণ কথা কয় আর এক সিগারেট থেকে আরেক সিগারেট ধরিয়ে দেয়শলাইয়ের খর্চা বাঁচায়। ও-রেলি ডীনকে ক্লাবের সঙ্গে সাড়ম্বর পরিচয় করিয়ে নিয়ে বললে, 'ইনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে খাশ তালিম নিয়ে তৈরি হয়ে এদেশে এসেছেন, মধুগঞ্জ এঁর সেবায় উপকৃত হবে।'

গুজোব রটাতে ফিসফাস-গুজগাজ করতে ইংরেজ এবং বাঙালীতে কোনো তফাৎ নেই, কিন্তু যাকে নিয়ে এ-সব করা হয়, তাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করাটা ইংরেজের অভ্যাস নয় এবং এটিকেটের খেলাফ। তাই মেব্‌ল্ সম্বন্ধে ও-রেলিকে মুখের উপর কেউ কোনো প্রশ্ন শুধালে না। একেবারে কোনো প্রকারের অনুসন্ধান না করাটা আবার মরুব্বিদের পক্ষে ভালো দেখায় না। তাই বুড়ো মাদামপুর ও ডি, এম, শ্রেণীর দু-একজন ও-রেলির পরিবারের খবর নিলেন, কোনো প্রকারের প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করে, অর্থাৎ শুদ্দু আশা প্রকাশ করলেন, মেব্‌ল্‌রা বিলতে ভালো আছে নিশ্চয়ই। ও-রেলি ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

মোটের উপর পার্টিতে কোনরকমের অস্বস্তি কিংবা আড়ষ্টতার ভাব দেখা গেল না। ও-রেলি ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে কথা কইলে। বাঙলা দেশে তখন স্বদেশী আন্দোলন প্রায় সব শহরেই ছোট-বড় দ'য়ের সৃষ্টি করেছে- কথাবার্তা হ'ল সেই সম্বন্ধেই বেশী। ও-রেলি আইরিশম্যান, তাই সে বুঝিয়ে বললে, এ-সব আন্দোলন নির্মূল করা পুলিসের কর্ম নয়, বিলেতের পার্লামাণ্ট যদি সময়োপযোপী ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, তবে সন্ত্রাসবাদ বাড়বে বৈ কমবে না। অবশ্য তার অর্থ এই নয়, পুলিস হাত পা গুটিয়ে বসে বসে বিড়ি ফুঁকবে-সে তার কর্তব্য করে যাবে, তবে তারও একটা সীমা আছে।

মাদামপুর এ বাবদে কট্টর। কিন্তু ও-রেলি তার বক্তব্য এমনভাবে গুছিয়ে বললে যে, তিনি পর্যন্ত বাগান ফেরার সময় বিষ্ণুছড়াকে বললেন, 'পিটি, ছোঁড়াটার পারিবারিক জীবন সুখের হ'ল না। ওকে কিন্তু দোষ দিয়ে লাভ নাই। ছোঁড়ার মাথাটা ঘাড়ের সঙ্গে ঠিকমত স্ক্রু করাই আছে। আমি সত্যই প্রার্থনা করি, ও যেন জীবনে সুখী হয়।'

বিষ্ণুছড়াও সায় দিয়ে বললেন, 'হোয়াই নট্। ইট ইজনেভার টু লেট্ টু বিগিন এগেন্।'

মীরপুরের মেম দরদী রমণী। তিনি ও-রেলিকে একবার এক লহমার তরে একেলা পেয়ে তার ডান হাত চেপে বলেছিলেন, 'ও-রেলি,তুমি আমার ছেলের বয়সী, তাই তোমাকে বলি, জীবনটা একেবারে হুবহু জিগশো ধাঁধার মতো-প্রথমবারেই সব মেলাতে না পারলে নিরাশ হবার মতো কিছু নেই। তোমার উপর আমার আশীর্বাদ রইল।'

ও-রেলি স্পষ্টই বিচলিত হয়েছিল। আধো-আধো ধন্যবাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে কেটে পড়েছিল।

`www.banglabook.com

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

পার্টি শেষ হতেই ও-রেলি নিয়ে গেল ডীনকে তার বাঙলোয়। ডিনার খেয়ে ও-রেলি তার ডেরা তুলে মোটরে যাবে স্টেশন, আর ডীন খাটাবে তার বাঙলোতে আপন ডেরা। চাকরি-জগতে সরকারী বাসা সম্বন্ধে এ-ই হচ্ছে এদেশে আইন অবশ্য সাদা কালিতে লেখা।

ডীন সবেমাত্র বিলেত থেকে এসেছে, তার উপর সে বকরবকর করতে ভালোবাসে-এককালে ও-রেলি গালগল্প জমাতে কিছুমাত্র কম ওস্তাদ ছিল না-কাজেই সে একটানা গল্প বলে যেতে লাগল। ও-রেলিরই ব্যবস্থাটা মনঃপূত হ'ল, তাই যদি ডীন দু-একবার ভদ্রতার খাতিরে তাকে কথা বলবার চেষ্টা করলে সে তাতে সাড়া না দিয়ে উলটে দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে তাকে আবার বকর-বকর করাতে তাতিয়ে দিলে।

ও-রেলির মালপত্র মোটরে তোলা হয়ে গিয়েছে—এখন তার ওঠবার সময় হ'ল দেখে ডীন শুধালে, 'এখানে ভালো করে কাজ চালাবার জন্য আপনি টিপস দেবেন কি? আমার তাতে উপকার হবে।'

ও-রেলি বললে, 'সে কথা যে আমি ভাবিনি তা নয় এবং দেবার মতো টিপস থাকলে আমি অনেক আগেই এ প্রস্তাব পাড়তুম' —ডীন বললে,'সরি 'আমি বড্ড বেশী কথা বলি,-না?'

ও-রেলি বললে, 'নটেটোল। চুপ করে অন্যের কথা শুনলেই অপর পক্ষকে বেশী চেনা যায় তা নয়। অনেক সময় নীজে কথা বলে বলে অন্যের উপর কী প্রতিক্রিয়া হয়-তার মাথা নাড়াতে, হাঁ না বলাতে, কোন প্রসঙ্গে সে ইন্‌ট্‌রেস্ট নিচ্ছে, কোনটাতে নিচ্ছে না-তাই দিয়ে মানুষ চেনা যায় অনেক বেশী। তার উপর সমস্তক্ষণ কথা বললে অন্য পক্ষ কোন প্রশ্ন শুধাবার সুযোগ পায় না-যে প্রস্তাব তোলার ইচ্ছে নেই, সেটা বেশ এড়িয়ে যাওয়া যায়। মধুগঞ্জ লোক্যাল বোর্ড চেয়ারম্যান এব্যাপারে চ্যাম্পিয়ন। অপ্রিয় কথা ওঠবার সম্ভাবনা দেখলেই তিনি পাখি শিকার, ৯০ সালের ভূমিকম্প,আর গিরের ফিতে না ইঞ্চির ফিতে ভালো, এ-সব নিয়ে এমন গল্প জোড়েন যে, তাঁর ঘর থেকে বেরনোই তখন মুশকিল হয়ে ওঠে।'

'সে কথা যাক। আমি মাত্র একটি টিপ্ দেব। আপনার আপিসের সোম-তার সঙ্গে তো আপনার আলাপ হয়েছে-বড় খাঁটি আর বুদ্ধিমান লোক। আপনি তো স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে অনেক পদ্ধতি শিখে এসেছেন,সেগুলোর কটা এখানে কাজে খাটবে জানিনে, তবে একথা আপনাকে বলতে পারি সোম যেখানে ফেল মারে, সেখানে করার মতো বড় কিছু একটা থাকে না। অন্তত আমি কিছু পারিনি।"

ডীন একটুখানি অবিশ্বাসের সুরে বললে, 'দেখে তো কিন্তু বুদ্ধু বলে মনে হয়।'

ও-রেলি হেসে বললে, 'প্রিসাইসলি! ঐ তার একটা মস্ত রেস্ত। কিন্তু এদেশে অল্ দ্যাট স্টিন্‌ক্‌স ইজ নট রটন্ ফিশ-ঝলমল করলেই সোনা নয় হচ্ছে তার উল্টো প্রবাদ। বর্মাতে একরমক ফল আছে, তার গন্ধ পচা নর্দমার মতো, কিন্তু একবার সে ফল যে খেয়েছে,তার ঐ ফলের জন্য নেশা হয় আফিমের চেয়েও বেশী। সোম ঐ বর্মী-ফল।'

'তাহলে গুড -নাইট।'

'গুড-নাইট।'

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

এগার

'খ্রীষ্টালয় থেকে সদ্যাগত'-'ফ্রেশ ফ্রম ক্রিষ্টিয়ান হোম'-ওলাদের এদেশে এসে বায়নাক্কার অন্ত থাকে না। এটা নেই, ওটা চাই, সেটা কোথায়-সুবো-শাম লেগেই আছে। তবু যত বর উন্নাসিকই হোক না কেন, পুলিস সায়েবের বাঙলোটি কিছুমাত্র ফেলনা নয়।

ডিনার খেয়ে দুজনাই এসে বসেছিল চওড়া বারান্দায়। বস্তুত এ বারান্দাটাই বাড়ির সবচেয়ে আরামের জায়গা। ও-রেলি চলে যাওয়ার পর ডীন বেয়ারাকে দিয়ে সিগারেটের তাজা টীন খুলে আরাম করে গা এলিয়ে বসল। লণ্ডন ছেড়েছে অবধি জাহাজে ট্রেনে সর্বত্র হৈ -হুল্লোড়ের ভিতর দিয়ে তার সময় কেটেছে, দু'দণ্ড নিজের মনে নূতন নূতন অভিজ্ঞতার জমা-খরচ মিলিয়ে নিতে পারেনি-অথচ গুণীরাই জানেন যারা কথা কয় বিস্তর তারাই নির্জনতা খোঁজে শান্তজনের চেয়ে বেশী।

পেট্রোমাক্স জ্বলছে। তার আলো বারান্দার বাইরের অন্ধকার কিন্তু ফুটো করতে পারছে না। ওদিকে আবার বর্ষার গুমোট। আকাশ থমথম করছে। গাছগুলো অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। সিগারেটের ধোঁয়া পর্যন্ত ডাইনে-বাঁয়ে, উপরে-নীচে কোনো দিকে যেতে চায় না। এ অবস্থায় মুখের ধোঁয়া দিয়ে খাসা রিং বানানো যায়। মুখ থেকে বেরিয়েই রিংগুলো একটার পিছনে আরেকটা সারি বেঁধে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন সিগারেট খেকোরা আর সিগারেটের নেশা করে না। রিঙের নেশায় পিলপিল করে চক্করের পর চক্কর বের করতে থাকে।

ব্যাচেলাররা দেরিতে শুতে যায়, এ-কথা সাবই জানে, আর তামাক -খোররা যায় আরো দেরিতে। 'আরেকটা খেয়েই উঠছি,' 'আরেকটা খেয়েই উঠব' করে করে ঘুমে সিগারেটে যখন লড়াই বেশ জমে ওঠে তখন অনেক সময় রেফরি লড়াইয়ে ক্ষান্ত দিয়ে ঘুমের শরণ নেয়, সিগারেটও চটে গিয়ে কার্পেট মশারি পোড়ায়।

ডীনের চোখ ঘুমে জড়িয়ে এসেছে, ডান হাত চেয়ারের হাত থেকে খসে ঝুলে পড়ছে, ঢিলে আঙুল থেকে সিগারেটটা খসি-খসি করছে, এমন সময়—

এমন সময় ডীন দেখে তিনটি প্রাণী-মূর্তী-কী বলি?-বেডরুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচের তলায় নেমে গেল। সে বসে ছিল বারান্দার এক প্রান্তে, বেড-রুম অন্য প্রান্তে-সিঁড়ি তার-ই গা ঘেঁষে।

ডীনের চোখে কাঁচা ঘুমের ছানি। তার ভিতর দিয়ে সবকিছু যেন অবছা-আবছা, যেন কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেখা দিল, কিংবা যেন, সিনেমার পর্দায় ঢিলে ফোকাসের ছবি।

তিনটি মূর্তির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার পূর্বেই তারা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গিয়েছে। ডীন শুধু দেখলে প্রথমটি দৈর্ঘ্যে মাঝারি, দ্বিতীয়টি ছোট এবং তৃতীয় টি বেশ লম্বা-ব্যস আর কিছু না।

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

সম্বিতে ফিরে ডীন ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নামল। চর্তুদিকে ঘোরঘুট্টি অন্ধকার, নিচের তলায় ছাতা-ল্যাম্প বেরায়া অনেকক্ষণ হ'ল নিবিয়ে দিয়েছে,উপরের তালার আলো সেখানে পৌছায় না। ডীন সদ্য বিলেত থেকে এসেছে- মফঃস্বলে টর্চের কী প্রয়োজন এখনো জানতে পারেনি। তার টর্চ নেই। ছুটে গেল গেটের কাছে ; সেখানে রাস্তার ক্ষীণ আলোতে দেখলে, চর্তুদিক জনমানবশূন্য।

সাপ, চোর, শেয়াল দেখলে আমরা চীৎকার করে চাকর-বাকরদের ডাকি, কারণ আপন দেহ রক্ষার জন্য এদের উপর আমরা নির্ভর করেছি যুগ-যুগ ধরে। বিলেতের লোক কাজকর্ম চালাচ্ছেন বিন্ চাকরে বহুকাল ধরে। তাই সম্বিতে ফিরেও ডীন চেঁচামেচি আরম্ভ করলে না। ধীরে ধীরে বারান্দায় ফিরে আবার চেয়ারে বসল।

আকাশ-কুসুম কেউ কখনো দেখেনি-সে শুদ্ধ কল্পনামাত্র। স্বপ্ন আমরা দেখি, কিন্তু তার পিছনে কোনো বাস্তবতা নেই। রুজ্জু দেখে যখন সর্পভ্রম হয় তখন সে সর্প বাস্তব নয় বটে, কিন্তু ভ্রম কেটে যাবার পরও রুজ্জুটিকে ধরতে-ছুঁতে পাই। ডীন যা দেখল সেটা এর কোনো পর্যায়েই পড়ে না। তাহলে কি সে বাস্তব জিনিস প্রত্যক্ষ করল? তাই বা কী করে হয়? বেড-রুমে তো কারো থাকার কথা নয়-ডিনার শেষ হওয়ার পর চাকররা চলে গিয়েছিল, ও-রেলি যাওয়ার পর উপরের তলায় তো সে একেবারে একা বসে ছিল। তবে কি ওরা মেথরের দরজা দিয়ে বাথ-রুম বেড-রুম হয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল? ডীন চেক-আপ করে দেখলে মেথরের দরজা ডবল বল্টে বন্ধ।

তবে কি মদ্যপান? অসম্ভব। খেয়েছে মাত্র ছোট দু পেগ-তাও ডিনারের আগে। দু পেগে বঙ্গ-সন্তানেরই চিত্ত-চাঞ্চল্য হয় না-ও দিয়ে তো ইংরেজ কপালে তিলক কাটে।

ছুটোছুটি আর উত্তেজনায় ডীনের ঘুম ততক্ষণে ক্ষীন নয়-লীন হয়ে গিয়েছে। বিছানায় ছটফট না করার চেয়ে বরঞ্চ চেয়ারে বসে প্রতীক্ষা করাই ভালো, যারা গেছে তারা ফিরে আসে কি না। পুলিসের লোক- প্রথম সম্বিতে ফেরা মাত্রই সে ঘড়ি দেখে নিয়েছিল। এরা বেরিয়েছিল ১২টা ৩০ এবং ৩৫-এর মাঝামাঝি। যদি তারা নিতান্তই ফেরে তবে তো ফিরবে ভোরের আলো ফোটাবার আগেই। ডীন পিস্তলটা সুটকেশ থেকে বের করে পেগ-টেবিলের উপর রেখে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে রইল।

ঘন্টা চারেক সিগারেট পোড়ানোর পর লুপ্ত ঘুম ফিরে এল কিন্তু যাদের জন্য এত অপেক্ষা তারা আর এল না।

সকাল বেলা বেয়ারা বেড-টী এনে দেখে সায়েব চেয়ারের উপরে বেঘোর ঘুমে কাতর। শেষ সিগারেট হাত থেকে পড়ে গিয়ে পেগ-টেবিলের বার্নিস পুড়িয়ে দিয়েছে।

আরো একটু ক্ষতি হ'ল ডীনের। সেদিনই আণ্ডাঘরের বেয়ারা-মহলে রটে গেল, নুতন সায়েব বোতল-বাসী-পিয়সী। কেউ প্রশ্ন পর্যন্ত করল না, যে বেয়ারা চা এনেছিল সে বোতল খালি পেয়েছিল না ভর্তি।

সকাল হতে না হতেই ভিজিটারদের ঠ্যাল্যা। তাদের সঙ্গে লৌকিকতা করতে করতে ডীন ভাবছে আগের রাত্রের কথা। দিনের আলো প্রখর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডীনের কাছে রাত্রের প্রহেলিকা হাসির বিষয় হয়ে দাঁড়াল। স্বপ্নের ঘোরে কিংবা ঘুমের জড়তায় কী

`www.banglabook.com

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

দেখতে কী দেখেছে তাই নিয়ে সে ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি করলে–ইস্তেক পিস্তল বের করলে। কী আশ্চর্য। এদেশে একটানা বিশ বছর কাটানোর পর অসহ্য গরম আর সুদীর্ঘ বর্ষার ঠ্যালায় ইংরেজদের মাথায় ছিট জন্মায়–দেশে ফিরে গিয়ে তার ধকল কাটায় পুডিং দিয়ে খানা আরম্ভ করে আর সুপ দিয়ে শেষ করে। তাদেরই একজন, ডীনের এক মামাকে নিয়ে সে কতই না ঠাট্টামশকরা করেছে,আর বেচারী মামা কিছু না বলতে পেড়ে শুধু হম-হম করেছে। আর তার নিজের সেই অবস্থা এই প্রথম রাত্রেই। পিস্তল ও'চায় স্বপ্নের পেট ফুটো করতে? তার হ'ল কী?

এমন সময় সোম এসে খবর দিলে, কাল রাত্রে তের-সতীতে জলে ডাকাতির খবর এসেছে। বোধ হয় গোটা তিনেক খুনও হয়েছে। সে অকুস্থানে যাচ্ছে।

ইংরেজের বাচ্চা নিজেকে এতক্ষনে সংযত করতে শিখেছে! কোনো চাঞ্চল্য না দেখিয়ে শুধালেন রাত ক'টায় কাণ্ডটা ঘটেছে? কী জানি, ঠিক বলা যাচ্ছে না দুপুর কিংবা শেষ রাতে।

সোম চলে গেল।

'টু হেল'– অর্থাৎ চুলোয় যাগ্‌গে বলে ডীন মধুগঞ্জের ম্যাপ মেলে গেজেটিয়ার খুলে পড়তে বসল।

কিন্তু চুলোয় যাগ্‌গে বললেই যদি সব আপদ চুলোয় যেত তাহলে গোটা পৃথিবীটাকেই হামেহাল নরককুণ্ডের মতো জ্বালিয়ে রাখতে হ'ত। সন্ধ্যে হতে না হতেই দিনের বেলার হেসে-উড়িয়ে-দেওয়া আপদ ডীনের মনের ভিতর 'কিন্তু কিন্তু' করে ইতি-উতি করতে লাগল। ডিনারে বসে মনে হ'ল কাল রাত্রের ঘটনা স্বপ্ন নয়,মায়া নয়, মতিভ্রমও নয়–ইংরিজিতে ভাবতে গেলে ইলুশন, ডিলুশন, হ্যালুসিনেশন কিছুই নয়। প্রেসটিভিজিটেশনও নয় কারণ ঐ রাত সাড়ে চব্বিশটার সময় তাকে ম্যাজিক দেখিয়ে বোকা বানাতে যাবে কোন্ ভাঁড়?

বাগানে আম-জাম-লিচুর অন্ধকার ক্রমেই যেন বারান্দার দিকে গুড়িগুড়ি এগিয়ে আসছে। প্রতিপদ আকাশের মেঘময় অন্ধকারও নেবে আসছে নিচের দিকে, দুই অন্ধকারের ভিতর কি যেন গোপন যোগ-সাজস রয়েছে।

সেই নিরেট জমে-ওঠা অন্ধকারের ভিতর দিয়ে গাছপালার মধ্যে সূক্ষ্ম-অতি সূক্ষ্ম-ছিদ্র করে কাজলধারার উপরদিয়ে-বেয়ে যাওয়া নৌকার ক্ষীণ প্রদীপের আলোক মাঝে মাঝে এসে পৌছচ্ছে বাংলোর দিকে। কিন্তু সে আলোক চোখে পড়ে ঐ দিকে অনেকক্ষণ ধরে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে। সে আলো তখন যেন চোখকে আরো কানা করে দেয়–চতুর্দিকের অন্ধকার যে কতখানি পুঞ্জীভূত নীরন্ধ্র তখনই ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

অন্ধকারে মানুষ যেমন নিজকে সাহস দেবার জন্য শিশ দেয়, পেট্রোমাক্সটাও ঠিক তেমনি মৃদু একটানা শাঁ-শব্দ করে যাচ্ছে আর ভয়ে মরছে হঠাৎ কখন অজানাতে অন্ধকার তার লম্বা আঙুল দিয়ে বাতির চাবিতে দম দিয়ে তার দম বন্ধ করে দেবে।

ডীন চাকর-বাকরকে বিদেয় দিয়ে পিস্তল কোলে নিয়ে বসেছে সিঁড়ির দিকে মুখ করে। টিপয়ের উপর রিস্টওয়াচ।

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

রাত ঘনিয়ে এল। আগের রাত্রে ভোরের দিকে চোখের দু পাতা জুড়েছিল মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য, দিন কেটেছে নানা কাজের ঠেলায় এখন বারে বারে ঘুম পাচ্ছিল, কিন্তু আজ তো সর্বচৈতন্য কোলম্যান মাস্টার্ডের মতো তীক্ষ্ম সজাগ রাখতে হবে। সে আজ আদৌ মদ খায়নি, জাস্ট টু বি অন ১০০% সেফ সাইড।

ঘড়িতে বারোটা বেজেছে। ডীন ভাবলে এবারে আরো সজাগ হতে হবে। রুমালটা ভিজিয়ে এনে চোখে বোলাবার জন্য এদিক ওদিক খুঁজছে এমন সময় হঠাৎ দেখে সেই ত্রিমূর্তি বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। ডীন মন স্থির করে রেখেছিল দেখামাত্র পিস্তল হাতে ছুটে গিয়ে ওদের ঠ্যাকাবে কিন্তু কাজের বেলায় এক মুহূর্ত দেরী হয়ে গেল—ছুটে গিয়ে যখন নিচের বারান্দায় নামল তখন ত্রিমূর্তি বাগানের বড় জামগাছটার কাছে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। ঘড়িতে দেখে তখনো বারোটা-অর্থাৎ সকালে দম দেওয়া হয়নি।

এবারে ডীন ছুটোছুটি করলে না। মাই গড বলে চাপরাশীর টুলে বসে পড়ল-ভীষণ বিপাকে না পড়লে ইংরেজ 'মাই গড' বলে না।

অনেকক্ষণ পর সে বেড-রুমে ঢুকল। ক্লান্তিতে নিদ্রা-জাগরণে মেশা আসুপ্তির ভিতর দিয়ে রাত কাটল।

সকাল বেলা সোম এল।

তিনটে নয়, দুটো খুন।

সেদিকে খেয়াল না করে ডীন শুধালেন, 'সোম , এ বাড়ি ভূতরে?'

সোম বললে, 'জানি নে স্যার।'

'তুমি ভূত মান?'

'নো, স্যার ।'

'তাহলে এ বাড়ি কিংবা যে কোনো বাড়ি ভূতরে হয় কী করে?'

'জানি নে স্যার।'

ডীন বলতে যাচ্ছিল, 'তুমি একটা গবেট, আর তোমার প্যারা বস একটা আস্ত গাড়ল-না হলে তোমাকে শার্লক হোমসের মতো ঠাওরালে কেন?' ঠিকই তো, বোকাকে বুদ্ধিমান মনে করা, এ যেন গাধা দেখে বলা এটা ঘোড়া। যে একথা বলে সে শুধু গাধা চেনে না তা নয়, ঘোড়াও চেনে না।

তারপর ডীন আরো পাকাপাকিভাবে আটঘাট বেঁধে ত্রিমূর্তির জন্য ত্রিরাত্রি অপেক্ষা করল, কিন্তু তাকে নিরাশ হতে হ'ল।

সপ্তাহের শেষে আই. জি-কে রিপোর্ট লেখার সময় ডীন এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে লিখব-কি-লিখব-না করে করে কী করে যে লিখে ফেললে নিজেই বুঝতে পারলে না। ভাবলে ওটা কেটে ফেলি-সে বিলক্ষণ জানত, ইংরেজ এ সব কেচ্ছা নিয়ে নির্মম হাসাহাসি করে-কিন্তু তাহলে আবার নূতন করে রিপোর্ট লিখতে হয়, আর লেখালেখির ব্যাপারেই পুলিশ বাবাজীরা হামেশাই একটুখানি কাহিল।

যাগ্‌কে বলে শেষটায় পয়লা পাঠই পাঠিয়ে দিলে।

তিন দিন বাদে উত্তর এল। তার শেষ ছত্র, 'ড্রিঙ্ক লেস স্পিরিট'।

ডীন খাপ্পা হয়ে বললে,'ড্যাম দি স্পিরিট।'

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

বার

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জয় করে ইংরেজ সগর্বে তার ইতিহাস রচনা করেছে। যুদ্ধে হেরে জর্মন সলজ্জ ইতিহাস লিখেছে। দুটোর কোনোটা থেকেই প্রকৃত সত্য জানবার উপায় নেই। তাই মনে হয়, ইংরেজের ইতিহাসটা যদি জর্মন লিখতে এবং জর্মনেরটা ইংরেজ তাহলেও হয়ত খানিকটে সত্যের কাছে যাবার উপায় থাকত। কিংবা যদি ভারতবাসী লিখত-কারণ সে যে এ বাবদে অনেকখানি নিরক্ষেপ সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

তাই চা-বাগানের আশেপাশের, বিশেষ করে মধুগঞ্জের লোক বিলক্ষণ জানে ইংরেজ তার শৌর্যবীর্য নিয়ে যতই লম্ফঝম্ফ করুক না কেন চা-বাগিচার সায়েবদের ভিতর লেগে গিয়েছিল ধুন্ধুমার। তার ইতিহাস লেখা হয়নি, কোনো কালে হবেও না।

হাতিম-তাই না সিন্দাবাদ কোন এক দেশে গিয়েছিলেন যেখানে মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মে বুড়ো হয়ে কিংবা অসুখ-বিসুখ করে মরে না। প্রতি সন্ধ্যেয় সবাই এক জায়গায় ম্লান মুখে বসে কিসের যেন অপেক্ষা করে,আর হঠাৎ এক গম্ভীর ডাক শুনে ওদের একজন লাফ দিয়ে উঠে দূর দিগন্তে পালিয়ে যায়, কেউ তার পিছু নেয় না, সে-ও আর কোনো দিন ফিরে আসে না।

চা-বাগিচার বড় মেজো ছোট বেবাক সায়েব রোজ সন্ধ্যেয় ক্লাবে বসে প্রতীক্ষা করেন,লড়াইয়ে যাবার জন্য বিলেত থেকে কোন্ দিন কার ডাক পড়ে। এবং কাজের বেলা দেখা গেল হাতিম-তাই-এর গল্পের লোকগুলোর মত এঁরা পত্রপাঠ বিলেতের দিকে ছুট দেন না- এঁদের অনেকেই আছেন ডাক এড়াবার তালে।

সিভিল সার্জেন ইংরেজ তার উপর কট্টর সাম্রাজ্যবাদী, সার্টিফিকেট পাওয়া অসম্ভব, কাজেই এদের উর্বর মস্তিষ্ক তখন লেগে যায় নূতন নূতন ফন্দি ফিকিরের অনুসন্ধানে। এক ভীতু তো সাহস করে বাঁ হাতের কব্জিতে গুলি মেরে সেটাকে জখম করে লড়াই এড়ালে। মাদামপুর বিষ্ণুছড়া নিজেদের ভিতর লজ্জায় মাথা হেঁট করলেন।

তারই মাঝখানে কে যেন খবর এনে দিল ও-রেলি লড়ায়ে যাবার জন্য নিজের থেকে প্রস্তাব পেড়েছিল, কিন্তু ভারত সরকার রংরুটের অসুবিধা হবে তাকে যেতে দিল না, কারণ সে ইতিমধ্যেই জনপঞ্চাশেক বাঙালী ছোকরাকে রিক্রুট করেছে এবং তার ভিতর গোটা পাঁচেক টেরেরিস্টও আছে।

ও-রেলি সম্বন্ধে আর সব কথা ক্লাব এক মুহূর্তেই ভুলে গিয়ে একবাক্যে বললে, শাবাশ।

পুলিশের ক্লাবে আই. জি. এসেছিলেন মধুগঞ্জে টুরে। ক্লাবে বসে ও-রেলির উচ্ছসিত প্রশস্তি শুনে নিজের ডিপার্টমেন্টের প্রতি গর্ব অনুভব করলেন। তার সম্বন্ধে দু-একটি

`www.banglabook.com

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

কথা বলতে না বলেতই ক্লাবের নয়া-ঝুনা সব সদস্য দফে দফে তার গুণকীর্তন করলেন, এবং বিষ্ণুছড়ার ছোট মেমই বিগলিতাশ্রু হলেন সবচেয়ে বেশী।

ক্লাব ভাঙল অনেক রাত্রে,পরদিন কাইজারের খড়ের মূর্তি পোড়াবার সুব্যবস্থা করে। বেয়ারারা তাই নিয়ে নিজেদের ভিতর বিস্তর হাসাহাসি করলে। সায়েবদের বড়ফাট্টাই যে কী বেহদ বেশরম ফঙ্গাবেনে সে-কথা তারা লড়াই লাগাবার কয়েক মাস পরেই টের পেয়ে গিয়েছিল। ওদিকে আবার তাদের যে-সব ভাই-বোনদের সাতজন্মে কখনো লড়াই দেখেনি তারা যেতে আরম্ভ করল ইরাকে। তাই নিয়ে পূর্ব বাঙলায় গান পর্যন্ত রচনা হয়ে গেল। সেপাই ফিরে এসেছে মেসপট থেকে দেশে; বউ জিজ্ঞেস করছে,

মিয়া, গেছলায় যে বসরায়
দেখছনি দালান?
ছোট ছোট সেপাইগুলি লাল কুর্তি গায়
হাঁটু পানিৎ ল্যামা তার
পিত্তত মারাৎ যায়-
মিয়া গেছলায় যে বসরায়, মিয়া গে- (সোম)।

এ গীতে তবু বরঞ্চ গ্রাম্য মেয়ের সরলতা আর কল্পনাশক্তির খানিকটা বিকাশ পেয়েছে, কিন্তু সায়েবদের ছেলেমানুষি কত চরমে পৌঁছে গিয়েছে তার প্রমাণ বেয়ারাগুলো পেল যেদিন মধুগঞ্জের পাগলা চেঁচিয়ে গান ধরলে,

মরি, রাই, রাই, রাই,
জর্মনিরে ধরে এনে,
হার্মনি বাজাই!

এ গানের না আছে মাথা না আছে কাঁথা-পাগলা জগাইয়ের 'গানে' কখনো থাকতও না-অথচ সায়েবরা গান শুনে ভাবলেন জগাই জর্মনির কান খুব করে মলে দিচ্ছে। পাগলকে ডেকে এনে ক্লাবে তার 'নৃত্যসম্বলিত' গান শোনা হ'ল, প্রচুর বকশিশ দেওয়া হ'ল, এবং তাকে একটি মেডেল দেওয়া যায় কি না সে সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল।

'বাঙাল' গাছে ফলে না, 'বাঙালে'র চাষ পুব-বাঙলার একচেটে নয়, তাই সায়েবদের 'বাঙালপনা' দেখে বাঙাল বেয়ারাগুলো হাসলে জোর একপেট আর পাগলা জগাইকে খেতাব দিলে 'জঙ্গীলাট'।

রাত্রে আই. জি'র নিমন্ত্রণ ছিল ডীনের বাংলোয়।

সুপ শেষ হতে না হতেই ডি. এম-এর বাংলো থেকে জরুরী খবর এল 'স্বদেশী'দের আড্ডায় বোমা ফেটে দুজন মারা গিয়েছে-ডীন যেন তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ডীন তাদের অভিসম্পাত দিতে দিতে খানা ছেড়ে উর্দি চড়ালে।

আই. জি. বাঙালা ভাষা বেশ শিখে গিয়েছিলেন। একা খানা খাওয়ার একঘেয়েমি কাটাবার জন্য বাটলারের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। এককালে বড়লোকদের যদি শখ হ'ত ছোট লোকদের সঙ্গে গল্প করার তবে তাঁরা ডেকে পাঠাতেন চন্দ্রবৈদ্যকে-মুখ-চন্দ্রটিকে বিচক্ষণ বৈদ্যের মতো খাফসুরত করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে নাপিত হুজুরকে দুনিয়ার নানা

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

খবর নানা গুজব শুনিয়ে ওয়াকিফহাল করে তুলত। বিলেতে এখনো ও কর্মটি করে বাটলার এবং খানদানি সায়েবদের যাঁরাই দেশী ভাষা শিখতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরাই এ-দেশে সেই রেওয়াজটি চালু রেখেছেন।

সায়েবের মতির গতি ধরতে পেরে খয়রুল্লা আলোচনা আরম্ভ করলে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়া নিয়ে-সায়েব সায় দিলেন, তারপর ভরসা দিলেন লড়াই শিগ্‌গিরই খতম হয়ে যাবে-সায়েব শুধু 'হুঁ' বললেন- খয়রুল্লা কথার মোড় ফিরিয়ে বললে ; দিশী লোক বসরা থেকে বেশ দু পয়সা বাড়িতে পাঠাচ্ছে-সায়েব আনন্দ প্রকাশ করলেন।

খানার শেষ পদ ছিল পনিরে রান্না আস্ত আণ্ডা। বহুকাল ধরে বিলেত থেকে পনির আসছে না বলে বড় সায়েব তাই নিয়ে প্রশংসা ও বিস্ময় প্রকাশ করলেন। খয়রুল্লা দেমাক করে জানালে এ পনির বিলেতি নয়, এ জিনিস তৈরী হয় মৈমনসিংহের অষ্টগ্রামে। বিদেশী পনির যখন এ-দেশে পাওয়া যেত সেই আমলেই ও-রেলি সায়েবের মেম দিশী পনিরের সন্ধান পেয়ে তাই দিয়ে এই নূতন সেভারি আবিষ্কার করেন। খয়রুল্লার মতে তাঁর মতো পাকা রাঁধুনী এদেশে কখনো আসেনি। তখন জয়সূর্যের মেট-তার কাছ থেকে সে এ জিনিসটে বানাতে শিখেছে।

বড় সায়েব জানতেন মিসেস ও-রেলি বিলেতে । তবু কথার পিঠে কথা বলার জন্য আপন মনেই যেন শুধালেন, 'তা মেম সায়েব তো এখন বিলেতে?'

খয়রুল্লা একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, 'বোধ হয় তাই। তবে সঠিক কেউ বলতে পারে না। মীরপুর বাগিচার বেয়ারা বলছিল তিনি মসুরি না সিমলে কোথায় যেন।'

এবারে সায়েব একটুখানি আশ্চর্য হলেন। বললেন, 'সে কী, হে? এই সামান্য খবরটাও সঠিক জান না?'

খয়রুল্লার দিলে চোট লাগল। পুলিশ সাহেবেরে বেয়ারা হিসেবে জাতভাইদের ভিতর তার খুশ-নাম ছিল যে, সে দুনিয়ার সকলের নাড়ীনক্ষত্র জানে, তাকে কি না সায়েব স্পষ্ট ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন সে একটা আস্ত উজবুক, দুনিয়ার কোন খবর রাখে না। তার চেয়ে যদি তিনি তাকে খবর দিতেন যে সে এদিকে জানে না, ওদিকে কিন্তু তার বিবি বিধবা হয়ে গিয়েছেন, তা হলেও তার কলিজা এতখানি ঘায়েল হ'ত না। তাই ইজ্জত বাঁচাবার জন্য বললে, 'সঠিক খবর তো দিতে পারেন শুধু ও-রেলি সায়েবই। তা, তিনি তো কারো সঙ্গে কখনো কথা বলেন না, তাঁকে শুধাতে যাবে কে?

বড় সায়েব খানদানী ঘরের ছেলে। সায়েব-মেমদের নিয়ে চাকর-নফরের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলতে চান না ; আলোচনাটা ওদিকে মোড় নিচ্ছে দেখে বললেন, 'ঠিক বলেছ।'

খয়রুল্লাও পেটে আক্কেল ধরে। সায়েব যদি বা কথার মোড় ফেরালেন, সে তাঁর সামনে খাড়া করে দিলে একখানা নিরেট পাঁচিল।

বললে, সে বহু মেহন্নত করে ক্লাব থেকে কিঞ্চিৎ উত্তম কফি যোগাড় করে এনেছে,পারকুলেটরে সেটা চড়িয়ে রেখেছে, সায়েব যদি একটু মর্জি করেন?

ডিনার শেষ হলেপর খয়রুল্লা বললে, সে সায়েবকে সার্কিট হাউসে পৌছিয়ে দেবার জন্য নিচের তলায় অপেক্ষা করবে। কফি-লিকার-সিগার তিনটিই উত্তম শ্রেণীর ছিল

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

বলে সায়েব তদ্দণ্ডেই ডেরা ভাঙবার কোনো প্রয়োজন বোধ করলেন না। জানালেন, তিনি একাই সার্কিট হাউস যেতে পারবেন।

রাত একটার সময় ডীন ফিরে এল। বড় সায়েবকে নিতান্ত একা-একা ডিনার খেতে হ'ল বলে আবার দুঃখ প্রকাশ করলে।

বড় সাহেব সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন, 'মিসেস ও-রেলি এখন কোথায় তুমি জান?

ডীন হেসে বললে, 'কেন? আপনিও কিছু শুনেছেন নাকি?'

'না তো। আমি শুনেছি, তিনি বিলেতে না মসুরিতে সে-কথা কেউ জানে না। আমার কাছে একটু আশ্চর্য ঠেকল।'

ডীন বললে 'ঠেকারই কথা। কিন্তু এ নিয়ে কারো কানো কৌতূহল নেই। এর পিছনে আবার একটুখানি কেলেঙ্কারি কেচ্ছা রয়েছে। মেব্‌ল্ এখান থেকে সরে পড়াতে কেচ্ছাটি প্রায় সবাই ভুলে গিয়েছে।'

তারপর ডীন ক্লাবে যা-কিছু শুনেছিল সে কথা তাঁকে সংক্ষেপে জানিয়ে বললে, 'পাছে আমি ব্যাপারটার গুরুত্ব না বুঝতে পেরে এলোপাতাড়ি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, তাই মাদামপুরের সায়েব-এ অঞ্চলে তিনিই মুরুব্বি-আমাকে এখানে আসার দিনই সমস্ত কথা খুলে বলে ইঙ্গিত করেন যে, এ ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া করে কোনো লাভ নেই, ক্ষতিরই সম্ভাবনা। আমিও তাঁকে বলেছি, ব্রাদার অফিসারের ফ্যামিলি অ্যাফেয়ারে আমি কনসার্নড নই।'

বড় সায়েব বললেন, 'ঠিক বলেছে!'

আরো পাঁচ রকমের কথা হ'ল-বিশেষ করে লাড়াই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা। দুজনেই ইয়র্কশায়ারের লোক, কাজেই দুজনারই পরিচিত অনেক লোকের প্রমোশন, জখম, বাহাদুরি, মৃত্যু নিয়ে অনেক সুখ-দুঃখ প্রকাশ করা হ'ল।

রাত প্রায় একটার সময় বড় সায়েব শেষ ক্রেম দ্য মাঁৎ খেয়ে উঠলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ বললেন, 'কই হে, তোমার ত্রিমূর্তির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে না?'

ডীন যেন শুনতে পায়নি এমনভাবে বললেন, 'আপনি বাগদাদের কাজীর গল্প জানেন?'

বেমক্কা হঠাৎ কাজীর গল্প কেন উপস্থিত হ'ল তার হদিস না পেয়ে বড় সায়েব বললেন, 'না তো!'

ডীন বললে, 'মুর্গী খেতে খেতে কাজী বাবুর্চীকে শুধালেন, মুর্গীর আরেকটা ঠ্যাং কোথায়? বাবুর্চী বললে, মুর্গীটার ছিল মাত্র একটা ঠ্যাং। কাজী বললেন, একঠ্যাঙী মুর্গী কেউ কখনো দেখেনি। বাবুর্চী বললে, বিস্তর হয়, সে দেখিয়ে দেবে। তারপর শীতকালে এক দিন আঙিনায় একটা মুর্গী এক ঠ্যাং পালকের ভিতর গুঁজে দাঁড়িয়েছিল-বাবুর্চী কাজীকে দেখিয়ে দিল একঠ্যাঙী মুর্গী। কাজী দিলেন জোর হাততালি। মুর্গী দুসরা ঠ্যাং বের কর ছুটে পালাল। কাজী বললেন, ঐ তো দুসরা ঠ্যাং। বাবুর্চী বললে, সেদিন খাওয়ার সময় তিনি হাত তালি দিলে দুসরা ঠাং-ও বেরোত।'

sohell.kazi@gmai.com

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

বড় সায়েব বললেন, 'উত্তম গল্প, কিন্তু–'

ডীন বললে, 'এতে আবার কিন্তু কী? আপনি আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন কম হুইস্কি খেতে–ত্রিমূর্তি হুইস্কি চোখে দেখেছিলুম কি না! আপনি যদি আচ্ছা করে আজ হুইস্কি খেতেন, তবে তার-ই 'হ্যাততালিতে' ত্রিমূর্তি বেরিয়ে আসতো।' অথচ সায়েব খেয়েছিল পাঁচটা 'ব্রা' –বরা।

মনে মনে ভাবলেন,'ছোকরা তুখোড়।' বাইরে হেসে বললেন, 'আচ্ছা, আসছে বারে না হয়, ম্যাকবেথের তিন ডাইনির স্মরণে তিন বোতল খেয়ে ত্রিমূর্তিকে ইনভোক করা যাবে।'

ডীন বললে–'থ্রাইস ওথ–তিন সত্যি।'

sohell.kazi@gmai.com

তের

লড়াইয়ের জন্য টাকা তোলার মতলবে ইংরেজ নানা ফন্দি-ফিকির চালালে—তারই একটা 'আওয়ার ডে', পুব-বাঙলার এই প্রথম ফ্ল্যাগ ডে। নেটিভরা বিদ্রূপ করে 'আওয়ার ডে'-কে নাম দিল 'আওর দে' অর্থাৎ 'অরো দে'। ওদিকে ভারতবাসীদের কাছ থেকে এ দুঃসংবাদ আর লুকিয়ে রাখা যাচ্ছিল না যে, ইংরেজ ক্রমাগতই লড়াই হারছে। চতুর্দিকে অভাব– অনটনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের গৌরবও কমে যাওয়াতে পুব-বাঙালায় আরম্ভ হ'ল বাজার লুট। ইংরেজ ভয় পেয়ে গেল যে, একবার যদি এ অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে। তবে সেটা ঠেকানো সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

দেখা গেল, ও-রেলির এলাকায় কোনো বাজারে লুট হয়নি। আই. জি. গেলেন ঐ এলাকা পরিদর্শন করতে আর ও-রেলির কাছ থেকে সলাপরামর্শ নিতে।

ও-রেলির বাংলোয় বসে বসে আলাপচারি করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল দেখে সে সায়েবকে 'পট্‌লোক্' খেয়ে যেতে বললে।

খেতে বসে সুখ-দুঃখের আলাপ আরম্ভ হ'ল। বড় সায়েবের পরিবারও বিলেতে, তাই নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার অবধি নেই, তবে সান্ত্বনা এই যে, তাঁর স্ত্রী লড়াইয়ের কাজে যোগ দিয়েছেন আর বড় মেয়ে তো নার্স হয়ে ফ্রান্সে গিয়েছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সায়েব বললেন, 'লড়াইয়ে যে শুধু মানুষ জখম হয় আর মরে সেইটেই তো শেষ কথা নয়, কত পরিবার যে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় তার কি কোনো স্টাটিস্‌টিকস্ কেউ নেয়? তোমার বউ-বাচ্চা কি রকম আছে?'

'ভালোই।'

'চিঠিপত্র ঠিকমতো পাচ্ছ তো।'

'হু'। তারপর বলল, 'ও-সব কথা বাদ দিন। আমি আমার মনকে আদপেই বিলেতমুখো হতে দিইনে। যতটা পারি কাজকর্মে ডুব মেরে থাকি।'

`www.banglabook.com

`www.banglabook.com

বড় সায়েব বললেন, 'সরি। কিছু মনে কোরোনা ও-রেলি। আমি পরের পারিবারিক সুখ-দুঃখের কথা সচরাচর জিজ্ঞেস করি নি। নিজের দুশ্চিন্তারই আমার অবসান নেই।'

ও-রেলি চুপ করে রইল।

মাস দুইপর বড় সায়েব উীনকে চিঠি লিখলেন,

'প্রিয় উীন',

আমি বড় সমস্যায় পড়ে তোমাকে চিঠি লিখছি।

প্রায় দুমাস হ'ল আমি রাধাপুর মফঃস্বল যাই। সেখানকার অবস্থা খুব সন্তোষজনক সে খবর তুমি জান—তার জন্য ও-রেলিকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে হয়, সে কথাও তোমার অজানা নয়। দেশে যে সে শান্তিরক্ষা করতে পেরেছে, সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা নয়, আমি মুগ্ধ হয়েছি অন্য কারণে।

ভারতবর্ষে একদিন আমাদের প্রাধান্য আর থাকবে না, এ জিনিসটা আমার কল্পনার বাইরে নয়, কিন্তু আমরা জর্মনির কাছে পরাজিত হব এবং ফলে আমরা জর্মন হুনদের তাঁবেতে আসতে পারি, এ জিনিসটার কল্পনাও আমি করতে পারিনে। এ-লড়াই জেতার জন্য ভারতে শান্তি গৌণ-মুখ্য,ভারতকে এই যুদ্ধে আমাদের হয়ে লড়ানো। ও-রেলি এ-কাজটি তার এলাকায় অবিশ্বাস্যরূপে সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে। তার কার্যপন্থা ও সরলতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

তাই আমাদের সকলের কর্তব্য তাকে সর্বপ্রাকারে সাহায্য করা।

গতবার যখন তার সঙ্গে দেখা হয়, তখন তার পরিবারের কথা উঠে-ছিল। আমার প্রশ্নের সামান্যতম উত্তর না দিয়ে সে আমার দিকে যেভাবে তাকালে তাতে আমার মনে হ'ল, এই বিষয় নিয়ে তার মনের কোণে এক গভীর বেদনা লুকানো আছে। আমার মনে হল, তার সম্বন্ধে আমরা যে-সব গুজব শুনেছি, সেগুলোর কিছুটা তার কানে পৌচেছে এবং গুজবের বিরুদ্ধে লড়াই অসম্ভব জেনে চুপ করে সব আপবাদ সয়ে নিয়েছে।

হয়তো এটা বিচক্ষণের কর্ম। কিন্তু আমার মনে হ'ল, এ বিষয়ে আমাদেরও কর্তব্যবোধ থাকা দরকার। যে মানুষ তার সম্বন্ধে জঘন্য অপবাদ সহ্য করেও আপন দেশের জন্য অম্লানমুখে অবিশ্রাম খেটে যাচ্ছে—এবং খাটছে কাদের জন্য? যারা তার বিরুদ্ধে গুজব রটিয়েছে। তাদেরই জন্য-তার মনের জ্বালা লাঘব করার জন্য যদি আমরা আমাদের কড়ে আঙ্গুলটিও না তুলি, তবে আমরা যে নুন খেয়েছি তার উপযুক্ত নই। আর যদি আমাদের প্রফেশনের কথা তুলি তবে বলব, 'তুমি আমি পুলিশ ; অসৎকে সাজা দেওয়া যেমন আমাদের কর্তব্য, সজ্জনকে অন্যায় আক্রমণ থেকে রক্ষা করা আমাদের ততোধিক কর্তব্য'— ভারতীয় পুলিশ এ কথা ভুলে গিয়েছে।

আমি তাই স্থির করলুম, ও-রেলিকে না জানিয়ে তার স্ত্রীর অনুসন্ধান করে সত্য খবর মধুগঞ্জের ইউরোপীয় সমাজকে গোচর করাব। এবং তারপরও কারো বিষ-জিভ যদি লক্‌লকানি আরম্ভ করে, তবে রাস্কেলটাকে মধুগঞ্জের ক্লাবহাউসের সিঁরিতে চাবকে দেব।

`www.banglabook.com

sohell.kazi@gmai.com